পিপাজী।

(নাটক)

শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ বিরচিত।

প্রকাশক

শ্রীমনীলাল রায়চৌধুরী

৪১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন

কলিকাতা

সন ১৩২৪ সাল।

পড়ে বাঁধাই) ১।০]   [সাধারণ বাঁধাই ১৲

উৎসর্গ।

স্নেহভাজন সরলহৃদয়

কনিষ্ঠ ভ্রাতা

শ্রীমান্ আত্মারাম চক্রবর্ত্তীর হস্তে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল

ব্যাঙ্গালোর
২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল।

পিপাজী

নাটক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

পিপাজী—গাঙ্গরোলের রাজা
জ্বালাপ্রসাদ—পিপাজীর বয়স্য
শ্রীধর—জ্বালাপ্রসাদের অন্য নাম
শীতল—সীতার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা ও
মোহনরামের মোসাহেব
মোহনরাম—ধনী বণিক
মন্ত্রী
সভাসদগণ
পুরোহিত
শ্রীকৃষ্ণ
গরুড়
নবীনশেঠ—দ্বারকার ধনী বণিক্
দ্বারকার গুণ্ডা, নাগরিক ও পণ্ডিতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সীতা—পিপাজীর ছোটরাণী
পিপাজীর অন্য রাণীগণ
যমুনা—সীতার সখী
রেবতী—রাজবাড়ীর দাসী
জানকী—মোহনরামের পত্নী
ললিতা—মোহনরামের ভগ্নী
শ্রীরাধা
সখীগণ।

পিপাজী

—০০৹০৹০০—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পিপাজীর সভা—পিপাজী, জ্বালাপ্রসাদ, মন্ত্রী, পুরোহিত ও সভাসদ্‌গণ।

পুরোহিত। মহারাজ এত দিনে শিবা তুষ্ট হ'লেন, শ্মশান-বাসিনীর কৃপায় আমাদের মনোরথ পূর্ণ হ'ল।

পিপাজী। কেন, ব্যাপার কি ?

পুরোহিত। মহারাজ অবগত আছেন যে, অনেক দিন হ'তে বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মাধিকারীরা মহাপূজার জন্য মহামায়ার কৃপাপাত্রের অনুসন্ধান করছে।

পিপাজী। অনুসন্ধান ত করছে, কেহ ত সফল হয় নি।

পুরোহিত। সম্প্রতি হেরুকেশ্বর সংবাদ পাঠিয়েছে যে, সর্ব্ব সুলক্ষণা-ক্রান্ত যুবক তার হস্তগত হ'য়েছে।

পিপাজী। বটে! সত্যই যদি আন্‌তে পারে, তাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করবো। হেরুকেশ্বর শীঘ্রই যাতে সেই ভাগ্যবান্‌কে ল'য়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।

পুরোহিত। তার ব্যবস্থা আগেই ক'রেছি। হয় ত অদ্যকার সভাতেই হেরুকেশ্বর শবাসনার করুণাপাত্রকে নিয়ে উপস্থিত হ'বে।

জ্বালাপ্রসাদ। পুরোহিত ঠাকুর, সেই বলিদানের পাত্রটী বেশ নধর মোলাম ত?

পুরোহিত। তুমি ত চিরদিন মায়ের মহাপূজার বিরোধী, তোমার এ বিষয়ে কথা কইবার প্রয়োজন কি?

জ্বালাপ্রসাদ। আপনার দাঁতগুলো একটু আল্‌গা হ'য়ে আস্‌চে কিনা, মোলাম মাংস না হ'লে প্রসাদ-গ্রহণে বাধা হ'বে যে!

পুরোহিত। বাপু হে! এ সব গুরুতর বিষয়ে বাচালতা ক'রো না। যাতে রাজ্যের অক্ষয় মঙ্গল হ'বে, মহারাজের সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ হ'বে—সে বিষয়ে উপহাস কর কেন?

জ্বালাপ্রসাদ। যত দিন ছাগল পাঁঠার উপর দিয়ে যাচ্ছিল তত দিন কিছু বলিনি, এখন গৃহস্থের ছেলেপুলে নিয়ে টানাটানি করছো, না ব'লে করি কি?

পুরোহিত। মহারাজ স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষেমঙ্করী শঙ্করীর বীরভক্ত, মূর্খ বাতুলের কথায় বিচলিত হ'বেন না। শাস্ত্রে আছে—নরেণ বলিনা দেবী সহস্র পরিবৎসরান্—এক নরবলিতে সহস্র বৎসর কাল ভৈরবী তুষ্ট থাক্‌বেন, রাজ্যের অক্ষয় মঙ্গল সুখ-সমৃদ্ধি সাধিত হ'বে।

জ্বালাপ্রসাদ। পুরোহিত ঠাকুর যা বল্লেন ঠিক্ ত?

পুরোহিত। ঠিক্ না ত কি ভাঁড়ামি? শাস্ত্রবাক্য; অব্যর্থ।

জ্বালাপ্রসাদ। এক নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর প্রীত থাক্‌বেন।

পুরোহিত। নিশ্চয়ই থাকবেন।

জ্বালাপ্রসাদ। তাহ'লে নরবলির পর আর সহস্র বৎসর দেবীকে তুষ্ট কর্‌বার জন্য বা আপনাদের প্রসাদ ধারণের জন্য কোনও বলি দিতে হ'বে না ত?

পুরোহিত। (অপ্রতিভ ভাবে) তা কেন, তা কেন, অধিকন্তু ন দোষায়; ছাগবলি নিত্যই চল্‌বে।

[হেরুকেশ্বর ও রক্তাম্বর-মাল্যাদিভূষিত যুবকের প্রবেশ।

এই যে হেরুকেশ্বর উপস্থিত। কিহে সব মঙ্গল ত?

হেরুকেশ্বর। আজ্ঞে চক্রেশ্বরীর কৃপায় সব মঙ্গল।

পুরোহিত। (যুবকের দিকে চাহিয়া) এস এস বাপু, ধন্য তুমি! সকল দিক্‌পাল, ব্রহ্মাদি সকল দেবতা তোমাতে অধিষ্ঠিত হ'বেন। তুমি রাজ্যের ও মহারাজের সকল মঙ্গলের মূলাধার হ'বে।

হেরুকেশ্বর। (পুরোহিতকে জনান্তিকে) ছ'মাস বাদে কেবল খাঁড়া ছোঁয়ান হ'বে, আপাততঃ এই রকম বলেছি।

পুরোহিত। সে কি কথা? এবার যে মহামায়ার পরিপূর্ণ তৃপ্তির ব্যবস্থা। এবার আর করালীর শুষ্ক পূজা নয়—"ত্বৎ-কণ্ঠনাল-গলিতৈঃ শোণিতৈরঙ্গ সংযুতৈঃ"। বার বার কি ছেলে খেলা কর্‌বে না কি?

হেরুকেশ্বর। না না তা নয়, আপাততঃ ঐরূপ বলেছি; আসল কাজের সময় যেরূপ উচিত ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

পিপাজী। তোমার পিতা মাতা আছে?

যুবক। আপনিই আমার পিতা মাতা।

পিপাজী। অর্থাৎ পিতা মাতা নাই ; বাঃ মহামায়ার সম্পূর্ণ প্রীত্যর্থে যেমন প্রয়োজন তেমনই হ'য়েছে। মন্ত্রি, হেরুকেশ্বরকে বিশেষ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ক'রো।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ তাইতো—তাইতো—

[জনৈক বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। জয় রাধাকৃষ্ণ, জয় রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের প্রসাদে মহারাজের জয়জয়কার হউক।

পিপাজী। (বিস্মিত ভাবে) মন্ত্রি, অদ্যকার এ সভা গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য আহূত, প্রকাশ্য দরবার নয়—প্রহরীরা কি জানে না ?

বৈষ্ণব। মহারাজ, আমি প্রহরীদের নিষেধ না শুনে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় আপনার সিংহাসন-প্রান্তে ছুটে এসেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

পিপাজী। কি প্রয়োজন তোমার ?

বৈষ্ণব। নরনাথ, আমি ভিক্ষুক ; ভিক্ষা চাই।

পিপাজী। ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকদের প্রার্থনার স্থান অতিথিশালা, রাজসভা নয়।

বৈষ্ণব। সেখানে গিয়েছিলাম, বিফল হ'য়েছি। গুরুর আজ্ঞায় রাধাকৃষ্ণের নামে ভিক্ষা চাই, কৃষ্ণভক্তের ভিন্ন অন্ন গ্রহণ করি না। মহারাজার অতিথিশালায় সে ভিক্ষা, সে অন্ন মিলে নাই ; আজ তিন দিন সেখানে উপবাসে আছি। বৈষ্ণব প্রাণত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পশুমাংস-কলুষিত অন্ন গ্রহণ করতে পারে না।

পুরোহিত। কি ! শাক্তকেশরী মহারাজ পিপাজীর সম্মুখে বলি

দানের নিন্দা, চামুণ্ডার প্রসাদে অশ্রদ্ধা! মহারাজ, এক্ষণেই পাপিষ্ঠের দণ্ডবিধান করুন।

হেরুকেশ্বর। দেবীনিন্দুক পশুর জিহ্বা খণ্ড খণ্ড ক'রে কুক্কুরকে দিলে ভাল হয়।

জ্বালাপ্রসাদ। অ্যাঁ, হেরুক ঠাকুর, অতটা মাংস বাজে খরচ ক'রে ফেল্‌বে! ছাগলের বেলা শিং, খুর, লোমগুলোও যে ছাড়তে চাও না!

পুরোহিত। মহারাজ, এই শক্তিদ্বেষী মহাপাতকী বৈষ্ণবভণ্ডের যথোচিত দণ্ড আবশ্যক।

পিপাজী। নিশ্চয় আবশ্যক; মহামায়া জগজ্জননীর নিন্দার উপযুক্ত দণ্ড কি?

পুরোহিত। জিহ্বা উৎপাটন, তপ্ত-দ্রব-ধাতুপান;—নিতান্ত লঘুদণ্ড পক্ষে তুষানল। শূলারোপ ত এ পাপের তুলনায় দণ্ডই নয়, তবে মহারাজের দয়ার শরীর, যা উচিত বোধ হয় কর্‌বেন।

বৈষ্ণব। হা গোবিন্দ, হা মধুসূদন—তোমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা! (মূর্চ্ছা)।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ, লোকটা তিন দিন কিছু খায়নি—নিতান্ত দুর্ব্বল হ'য়েছে। যদি এখনই মরে যায় ত পুরোহিত ঠাকুরের তুষানল, শূল ইত্যাদি সব ফাঁকে পড়্‌বে। আমি এখন এ'কে অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বাঁচাই; দণ্ডগ্রহণের জন্য অন্য এক দিন সভায় উপস্থিত কর্‌বো।

পিপাজী। আচ্ছা, কিন্তু শীঘ্রই এনো; পাপিষ্ঠের দণ্ডে যেন অযথা বিলম্ব না হয়।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ তা হ'বে না। (বৈষ্ণবকে জনান্তিকে) বৈষ্ণব ওঠ, আমার সঙ্গে এস ; ক্ষুধার্ত্ত অতিথি মহারাজ পিপাজীর দণ্ডনীয় নয়। তুমি যাতে রাধাকৃষ্ণের নামে ভিক্ষা পাও, বৈষ্ণবের উপযুক্ত অন্ন পাও—তার ব্যবস্থা মহারাজ কর্‌বেন।

বৈষ্ণব। রাধাকৃষ্ণ মহারাজ পিপাজীর কল্যাণ করুন, মহারাজকে সুমতি দিন্।

[জ্বালাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবের প্রস্থান।

পিপাজী। পুরোহিত ঠাকুর বিশেষ যত্ন ক'রে বজ্রকঙ্কালীর করুণা-পাত্রটীকে রক্ষা কর্‌বেন ; আগামী মহাপূজার অষ্টমী-নবমী-সন্ধিতেই শুভকার্য্য যাতে সম্পন্ন হয়।

পুরোহিত। সে বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কোনও ত্রুটি হ'বে না।

পিপাজী। মন্ত্রি, এই পরম মঙ্গলকর মহদনুষ্ঠানের জন্য অর্থাদি যা প্রয়োজন হ'বে তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ঠাকুরকে দিও। এক্ষণে যাই, রাজ্ঞীদের এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিগে। মায়ের মহাপূজার আয়োজন শুনে তারা কত আনন্দিত হ'বে!

মন্ত্রী। তাইতো মহারাজ, তাইতো—তাইতো—

[সভাভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মোহনরামের বাড়ীর নিভৃত কক্ষ—মোহনরাম ও শীতল।

মোহনরাম। বেরো, দূর হ'য়ে যা—নিষ্কর্ম্মা শূয়ার!

শীতল। কো—কো—কো—কোনও রকমে স্বী—স্বী—স্বীকার হয় না, দাদা!

মোহনরাম। আমার যত টাকা ধারিস্ কালই সুদেআসলে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে যাবি।

শীতল। ঘ—ঘরে—এক কড়া কা—কানা কড়িও নেই।

মোহনরাম। আমি তা জানিনে, না দিলে কোতওয়ালীতে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে জুতিয়ে আটাপেষা কর্‌বো।

শীতল। তু—তু—মি নূতন একটা কোনও উপায় ঠিক ক'রো, আমি আবার বেয়ে চেয়ে দেখ্‌বো।

মোহনরাম। আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আস্‌তে কোনও মতে স্বীকার হ'ল না?

শীতল। কো—কো—কোনও মতে না।

মোহনরাম। কি বল্‌লে?

শীতল। বল্‌লে তু—তু—তুমি তার চিরশত্রু, তো—তো তোমার চরিত্র ভাল নয়, তো—তো—তোমার মন্দ অভিসন্ধি থাকৃতে পারে, তোমার বাড়ীতে কখনই আস্‌বে না।

মোহনরাম। তা এখানে না আসে অন্য কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারিস্?

শীতল। চে—চে—চেষ্টা কর্‌বো।

মোহনরাম। (সবলে শীতলের গালে চপেটাঘাত করিয়া) কি আমার চেষ্টা ওলা!

শীতল। বাপ্‌রে বাপ্ একেবারে মেরে ফেলেছে।

মোহনরাম। দ্যাখ্, এবার অল্পে অল্পে ছাড়লুম্। এক হপ্তার মধ্যে যে ক'রে পারিস্ যদি সীতাকে আমায় না দেখাস্, তা'হলে তোর

দাদাকে যেমন জুতিয়ে জুতিয়ে যমের বাড়ী পাঠিয়েছি তোকেও তেমনি পাঠাব।

শীতল। আর যদি পারি ত কি দেবে?

মোহনরাম। সমস্ত দেনার খত ফিরে দেব, আর যত টাকা চাস্ তা দেব।

শীতল। যে চড়টা মেরেছ, গালটা ফুলে উঠেছে; একটু ওষুধ থাকে ত দাও।

মোহনরাম। (বোতল হাতে দিয়া) এই নে বেশ খাঁটি মাল; ওই কুলুঙ্গীতে গেলাস আছে ঢেলে খা।

শীতল। গেলাসে আর কাজ নেই! (বোতল হইতে মদ্যপান)। যাই; সীতাটা যদি আমার কথার বাধ্য হ'ত ত কি মজাই হ'ত!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পিপাজীর প্রাসাদ—সীতাদেবীর শয়নকক্ষ—সীতাদেবী ও যমুনা।

যমুনা। রাণীমা, মহারাজ নাকি ফিরেছেন।

সীতা। যমুনা, ফের ঠাট্টা! আজ সবে দ্বাদশী, তিনি ত অমাবস্যার পর ফির্‌বেন।

যমুনা। না, রাণীমা সত্য বল্‌ছি; আমি বাইরে জ্বালাঠাকুরের কাছে শুনে এলাম।

সীতা। সত্যি?

যমুনা। সত্যি, সত্যি! মহারাজ এখনই বোধ হয় এ মহলে এসে উপস্থিত হবেন।

সীতা। আমি যে আজ রাত্রিতে মহামায়ার লক্ষ নাম জপের আয়োজন করেছি।

যমুনা। তাহ'লে ত সারা রাত ঠাকুর ঘরেই কাটবে!

সীতা। তাই ত ভাবছি; মহারাজ পাছে কিছু মনে করেন।

[পিপাজীর প্রবেশ—যমুনার নমস্কারান্তে বহির্গমন।

পিপাজী। সীতা, কালিনগরের মন্দিরের কাজ একটু বাকী আছে, এ অমাবস্থায় প্রতিষ্ঠা হ'তে পারবে না, তাই চণ্ডীপুর থেকেই ফিরলাম।

সীতা। যমুনা সেই কথাই বলছিল।

পিপাজী। রাণি, আজ এখনও এ পূজার বেশ কেন? যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে এস। আজ রাত্রিতে তোমার সঙ্গ-সুখ মহামায়া কপালে লিখেছেন, তাই হঠাৎ আসা বট্‌লো।

সীতা। মহারাজ—

পিপাজী। যাও কাপড় ছেড়ে এস না, দু'জনে একত্র ব'সে কথা কইব এখন।

সীতা। মহারাজ, আজ রাত্রিতে আমি কালিকার ঘরে লক্ষ নাম জপের সংকল্প করেছি।

পিপাজী। লক্ষ জপ! তাতে যে তিন প্রহরের বেশী সময় লাগ্‌বে।

সীতা। মহারাজ তাই ভাবছি কি করি!

পিপাজী। কি কর্‌বে?

সীতা। মহারাজ যা আজ্ঞা ক'র্‌বেন, তাই কর্‌বো। আপনি আমার গুরু, পরমদেবতা, আপনার আজ্ঞা আমার সর্ব্বদা শিরোধার্য্য।

পিপাজী। রাণি, আজ বড়ই সুখের আশা ক'রেছিলাম, কিন্তু মহামায়ার নাম জপে বিঘ্ন করতে পারবো না। তুমি সংকল্পমত কাজ কর, আমি এখানেই নিদ্রার চেষ্টা করি।

সীতা। মহারাজ দাসীর প্রতি চিরদিনই সদয়। পূজাশেষ হ'লেই এসে চরণ দর্শন কর্‌বো।

[সীতার প্রস্থান ও পিপাজীর নিদ্রা। নিদ্রাবস্থায় ছায়া-চিত্ররূপ স্বপ্নদর্শন। ক্রমশঃ শঙ্খিনী-যোগিনীগণসহ কালিকা মূর্ত্তির স্ফুটতররূপে বিকাশ।]

কালিকা। মোর ভক্ত হ'য়ে তুমি
কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের কর অপমান ?
ক্ষুধার্ত্ত শরণাগত পুণ্যব্রত জনে
অন্ন নাহি দিয়া
দণ্ডভয় দেখাও তাহারে ?

পিপাজী। (সহসা উঠিয়া) কালিকে, করালি,
শবাসনে নৃমুণ্ডমালিনি !
সম্বর সম্বর ক্রোধ আশ্রিত সেবকে।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শুধু বলে সে বৈষ্ণব
তব নাম নাহি আনে মুখে ;
প্রসাদে অবজ্ঞা করে,
সেই জন্য শত্রুভাবে তারে হেরি।

কালিকা। সাবধান মূঢ় সাবধান!
ত্রিভুবন মন্দির আমার
যেরূপ ভাবিবে হেথা
প্রতিধ্বনি সেরূপ উঠিবে;
সংসার-দর্পণে
ভ্রূকুটি দেখাও যদি ভ্রূকুটি দেখিবে!

পিপাজী। সে তোমার পূজা নাহি জানে;
রুধির-তর্পণ তুচ্ছ করি,
পত্র-পুষ্প-জলে চাহে করিতে পূজন।

কালিকা। যে আমায় যেইরূপে ভাবে
ভক্তিভরে, শুদ্ধমনে যাই দিয়ে পূজে
তাহাতেই তুষ্ট আমি!

পিপাজী। তোমারে না পূজে সে বৈষ্ণব
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সদা!

কালিকা। এত কাল মোর পূজা করি,
কৃষ্ণে না চিনিলে?
কৃষ্ণই যে স্বরূপ আমার!
দেখ চেয়ে দেখ ভাল ক'রে
যেই কালী সেই কৃষ্ণ,
যে কৃষ্ণ সে কালী!

(ছায়াচিত্রে কালী ও কৃষ্ণের চিত্রে মিশ্রণ—কখনও কালী, কখনও কৃষ্ণ—
পরে শুদ্ধ কালী)।

পিপাজী। ষট্‌চক্রভেদিনি, সিদ্ধিপ্রদে
সহস্রদলাব্জ চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনি!
সর্ব্বমন্ত্রময়ি বীজরূপে
জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণি,
অজ্ঞান-নাশিনি!
তোমার কৃপায়,
অপরূপ শ্রীরূপ দর্শনে
মোহ অপগত মা আমার!
যথার্থ ভকতি এবে হৃদয়ে নেহারি,
ভক্তি ছদ্মবেশধারী
অহঙ্কার, পরহিংসা পাপ,
ক্রোধ, দ্বেষ চিত্ত হ'তে পলায়েছে দূরে!
দক্ষিণে, শ্যামলে পুণ্যালয়ে—
ক্ষম মা দাসের অপরাধ!

(দণ্ডবৎ হইয়া পতন)।

কালিকা। বিনয় বচনে তুষি
যথোচিত আতিথ্যসৎকারে
সেই ভক্ত বৈষ্ণবের দুঃখ কর দূর!
তার পরামর্শ ল'য়ে
রাজ্যমাঝে কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার!

[শঙ্খিনী-যোগিনীগণসহ কালিকার অন্তর্দ্ধান।

পিপাজী। (উঠিয়া) কই, কোথা মহামায়া

চামুণ্ডা ক্রীঙ্কারা মহাকাল-কুটুম্বিনি !
কই কোথা শিবা অলম্বুষা
দিগম্বরী ঘোর-রাবা শ্যামা মা আমার ?
এ কি স্বপ্ন শুধু ?
ত্রিকূটস্থে স্বপ্নে মাত্র দেখা দিয়ে দাসে
সহসা লুকালে কোথা !
স্বপ্ন হোক্ সত্য হোক্
আদেশ পশেছে প্রাণে—
প্রাণপণে পালিব কালিকে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মোহনরামের অন্তঃপুর—মোহনরাম ও রেবতী।

রেবতী। তা সদাগরের পো, তুমি ওকে কিছু ব'লো না, আমি তোমার কাজ হাসিল ক'রে দেব।

মোহন। তোমার শেতলচাঁদ যেমন হাসিল করেছেন, তুমিও তেমনি করবে। আমি তার গর্দ্দান নেবই নেব।

রেবতী। দোহাই বাবা, ওকে প্রাণে মেরো না।

মোহন। আর এক হপ্তা দেখবো, তার পর ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।

রেবতী। সীতে মেয়ে যে বড় বাঁকা, ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি ; দেয় থোয় মন্দ নয়, কিন্তু তোমার নাম কর্‌লেই জ্বলে ওঠে।

মোহন। তোমাদের দু'জনেরই ত ওই এক বোল ; কথা কইতে জান্‌লে কি আর জ্বলে ওঠে—মেয়ে মানুষ বই ত নয়।

রেবতী। না গো না—আমার সামনে ও সীতাকে কত বুঝিয়েছে।

মোহন। কি ব'লে বুঝিয়েছে তোমার শেতলমণি ?

রেবতী। কত কান্নাকাটি করেছে,—বলেছে "সীতে, তুই একবার সদাগরের বাড়ী যেমন অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন যাস্ তেমনি যা—তা'হলে আমি দেনার দায় থেকে বাঁচি। না হ'লে সদাগর আমায় মেরে ফেল্‌বে।"

মোহন। তাতে কি বলে ?

রেবতী। বলে "শীতলদা আর যা বল তা কর্‌তে পারি, ওইটী পার্‌বো না। ও বড় দাদাকে কষ্ট দিয়ে তার প্রাণ নিয়েছে, বরাবর আমাদের ওপোর শত্রুতা ক'রেছে, ওর বাড়ীতে কখনই যাব না।"

মোহন। তোমার এখানে চড় বড় ক'রে মূলো দাঁতের খই ফোটে—সে সময়ে কিছু বল্‌তে পারো না ?

রেবতী। ওমা বলিনি ত কি ? কত বোঝাই, কত বলি।

মোহন। কি বলিস্ ?

রেবতী। বলি "মা, মামা তোমায় মানুষ করেছে, সেই মামার ছেলে প্রাণে মারা যায় তাকে রক্ষা কর। সদাগর বরাবর বার মাসে তের পার্ব্বণে নেমন্তন্ন করে—একবার তার বাড়ী যাও।"

মোহন। আমার হ'য়ে দু'কথা বল্‌তে কি জিব খসে যায়।

রেবতী। বলি বই কি, কত বলি ; তোমার রূপ, গুণ, ধন, দৌলত শতমুখে ব্যাখ্যানা করি।

মোহন। ছাই করিস্, তাহ'লে আর মন গলে না ?

রেবতী। বাবা যে মেয়ে, যেন ধনুকভাঙ্গা পণ ! বলে সে লোক ভাল নয়, তার চরিত্তির ভাল নয়।

মোহন। কি আমার চরিত্তির উলি গো !

রেবতী। দেখ সদাগরের পো, আমিও বলি বাপু, এ সব কাজে সাহস চাই। তোমার যে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি !"

মোহন। কি সাহস দেখাতে হ'বে বল্।

রেবতী। কেন সীতে তো রাজবাড়ীর বাগানে ফুল তুলে বেড়ায়, ঘাটে নাইতে আসে ; তোমার দেখ্‌তে হয় ত বাগানে লুকিয়ে থেকে কেন দেখে নেও না।

মোহন। তার পর ধরা পড়ি আর গর্দ্দান যাক্।

রেবতী। ওই ত ! জলে না নাম্‌লে চুনোপুঁটি ওঠে, রুই কাতলা কি ওঠে ?

মোহন। তুই কোনও উপায় কর্‌তে পারিস্ ত তাতেও রাজি আছি।

রেবতী। সদাগরের পো, বোষ্টম সাজতে পার্‌বে ?

মোহন। তুই তেলক সেবা ক'রে ঝুলি সেলাই ক'রে দিলেই পার্‌বো।

রেবতী। আজকাল রাজ-বাড়ীতে বোষ্টমদের বড় আদর। যদি বোষ্টম হয়ে রাজ-বাড়ীর বাগানে গাছতলায় ব'সে মালা ঘুরিয়ে বিড় বিড় কর্‌তে পার ত আমি সীতেকে নিয়ে তোমার সাম্‌নে হাজির হ'তে পারি।

মোহন। বলিস্ কি ?

রেবতী। আর যদি হাত গোণা তোমার অভ্যেস থাকে ত সীতার হাতও দেখ্‌তে পার।

মোহন। আমার রেবতীমণির মাথায় ত বেশ বুদ্ধি আসে, এই বুদ্ধিতেই বুঝি শেতলচাঁদকে বেঁধে রেখেছিস্‌?

রেবতী। বাঁধা আর কই আছে যাদু, সাত আস্তাকুঁড়ে চ'রে বেড়াচ্চে। কাল ধোপানীর ঘর থেকে বেরুচ্ছিল স্বচক্ষে দেখ্‌লাম, কাছে যেতে যেন গুঁতুতে এল।

মোহন। যাক্‌ সে কথা—বোষ্টম সাজাবি কবে বল্‌।

রেবতী। কাল সন্ধ্যার সময় আমার শেতলমণিকে ডেকো, আমিও আস্‌বো; তিনজনে মিলে সব ঠিক কর্‌বো।

মোহন। বেশ, বেশ; খুব বুদ্ধি বা'র করেছিস্‌; সাবাস!

(পিঠে চাপড়ান)

রেবতী। তোমার কাজ আমি কর্‌বো, কিন্তু আমার শেতলচাঁদকে শাসন ক'রে আমার ঘরে বেঁধে দিও, আর যেন চর্‌তে না যায়।

মোহন। আচ্ছা তা কর্‌বো; কাল সন্ধ্যার সময় আস্‌তে ভুলিস্‌ নি।

[একদিক্‌ দিয়া রেবতীর প্রস্থান—অপর দিক্‌ দিয়া জানকীর প্রবেশ।]

জানকী। ও মাগী কে গেল, রেবতী না?

মোহন। হ্যাঁ রাজবাড়ী থেকে একখানা সরকারী চিঠী এনেছিল।

জানকী। রেবতী কি এখন ঘোড়সওয়ারের কাজ পেয়েছে নাকি? যাক্‌ সে কথা, ললিতার জ্বর হ'য়েছে, এসে একবার দেখো।

মোহন। চল যাই; এদানী ললিতার ত প্রায়ই অসুখ হ'চ্চে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পিপাজীর অতিথিশালা—দ্বারদেশে দ্বারবান্ ও ভিতরে কার্য্যাধ্যক্ষের
আসনে শীতলচাঁদ; কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত।
বৈষ্ণব ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে পিপাজী ও
জ্বালাপ্রসাদের প্রবেশ।

দ্বারবান্। এই, কাঁহা যাতা হ্যায়?

জ্বালাপ্রসাদ। ভাঙ্গের ঘোর ছেড়ে চোখ খুলে দেখনা সোজা রাস্তায় কাহা যাতা হ্যায়!

দ্বারবান্। আরে ভারি বেয়াদব বৈরাগী তো; হুকুম নেহি।

জ্বালাপ্রসাদ। কার হুকুম নেহি?

দ্বারবান্। আরে জানো না—অতিথিশালাকা কামদার শালা মালিক কা হুকুম নেহি।

জ্বালাপ্রসাদ। দ্বারবান্জী আমি তো দোসরা মালিক জানিনি, তুমিই আমার শালা-মালিক! এই মশালাঠো দেখোতো! (দ্বারবানের হস্তে মোড়ক প্রদান)।

দ্বারবান্। (মোড়ক খুলিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া) আরে য়হ তো বনারস্ কা পহলা নম্বর হ্যায়, কাঁহা মিলা?

জ্বালাপ্রসাদ। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উঠানে হ'য়েছিল, পাণ্ডাঠাকুর তোমার খোস নাম শুনে পাঠিয়ে দিয়েছেন; একটু বেশী ক'রে মরিচ দিও আর খুব ঘুঁটো।

দ্বারবান্। (গোঁপে তা দিতে দিতে) বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, যাও।

পিপাজী। (জনান্তিকে) জ্বালাপ্রসাদ ভাঙ্ ব'লে লোকটাকে কি দিলে, বিষ-টিষ নয় ত ?

জ্বালাপ্রসাদ। না মহারাজ বিষ নয়, তবে খুব তেজ্ জোলাপ হ'বে, একহপ্তা বাছার হাতের জল শুকুতে হ'বে না।

(পিপাজী ও জ্বালাপ্রসাদের অগ্রসর হইয়া শীতলচাঁদ ও অপর সকলের কার্য্যকলাপ দর্শন)।

১ম কর্ম্মচারী। কম বেশী একশো পাত পড়্বে, পাঁচটা বলির কম কিছুতেই হ'বে না।

২য় কর্ম্মচারী। আজ আমার মুড়োগুলো পাবার পালা; কামার ভায়া বুঝে শুঝে কেটো, নইলে মাসকাবারে মাইনের সময় মজা দেখাব।

কামার। সে আর বল্তে হবেক্ না গো, সামনের পায়ের বার আনা ভাগ মুই মুড়ির সামিল ক'রে নেব। আমি কামারের ছেল্যা, ল্যাজে বল ল্যাজেই চটাব; গোটা পাঁঠাটাই মুড়ি হবেক্ এখন।

২য় কর্ম্মচারী। আজ আমার পেছনের পা পাবার পালা।

৩য় কর্ম্মচারী। আমার মেট্লেগুলো আর পাঁজরার মাংস।

জনৈক অতিথি। আর অতিথিদের খুর, শিং, রোঁয়া আর নাড়ি-ভুঁড়ি। শালা মালিকের আচ্ছা বন্দোবস্ত !

৪র্থ কর্ম্মচারী। শালা মহারাজ, আজ কিসের ডাল হুকুম হয়।

শীতলচাঁদ। তো—তো—তোমরা ত ভারি বোকা দেখ্ছি; রবিবারে শ্রীবুট ক—ক—ক কতবার বল্বো।

৪র্থ কর্ম্মচারী। আজ্ঞে তা ত জানি, কিন্তু শ্রীবুট যে বাড়ন্ত।

শীতলচাঁদ। আজ মা—মা—মাসের তিন দিন, এরই মধ্যে বা—বা—বাড়ন্ত।

৪র্থ কর্ম্মচারী। আজ্ঞে এই পদ্ম-ঝীকেই জিজ্ঞাসা করুন, ওকেই ঝাড়্তে দিয়েছিলাম। নিয়মমতে খুদ ওর পাওনা—তা ও বলে ডাল মোটেই ছিল না, সবই খুদ।

শীতলচাঁদ। প—প—পদ্মমণি—কি—কি—কি বল ?

পদ্ম-ঝী। সত্যি সত্যি। কুলো ফেরাতে তস্ সইলো না, সব খুদ বেরিয়ে এল। সবাই দেখেছে।

শীতলচাঁদ। তা—তা—তা—তা—বুট না থাকে, কলাইয়ের ভুসো টুসো চার্‌টি দাও না। বেশী ক'রে হলুদ লঙ্কা দিলেই চল্‌বে। মাদ্রাজ অঞ্চলে শোননি ডালে মোটেই ডাল দেয় না, খালি লঙ্কাগোলা; বেশ খেতে হয়।

জনৈক অতিথি। তা তোমরা বাবা মাদ্রাজের চৌদ্দপুরুষ; তারা ত যা হোক্ লঙ্কা টঙ্কা কিছু দেয়, তোমাদের নিছক ফ্যান।

জ্বালাপ্রসাদ। রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ আমরা তিন জন বৈষ্ণব বৈরাগী বাবা, আমাদের কিছু হুকুম হয়।

শীতলচাঁদ। বো—বো—বোষ্টম ত, বোষ্টমী কই ? বি—বি—বিধবা বোষ্টম না কি ?

জ্বালাপ্রসাদ। আমরা নিরামিষ খাই—আমাদের সিধা টিধা হুকুম হয়।

শীতলচাঁদ। খা—খা—খা—খা—খালি নেই, আস্‌চে মাসে বোষ্টমী সঙ্গে নিয়ে এসো, দেখা যাবে।

জ্বালাপ্রসাদ। আমরা ক্ষুধার্ত্ত বৈষ্ণব অতিথি বাবা—জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুর আমাদের পাঠিয়েছেন ; আজকের দিন চারটি খেতে দাও বাবা !

শীতলচাঁদ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বে—বে—বে—বেরো ব্যাটারা ! জ্বা—জ্বা—জ্বালাপ্রসাদ পাঠিয়েছে—এ অতিথিশালার মা—মা—মালিক কি জ্বালাপ্রসাদ—না জ্বালাপ্রসাদের বাবা ?

জ্বালাপ্রসাদ। জ্বালাপ্রসাদের বাবা নয় বাবা, তোমার ভগিনীপতি বাবা !

১ম কর্ম্মচারী। শালা মালিক বেরো বল্লেন তবু ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যান্ ভ্যান্ কর্‌তে লাগ্‌লো। কাণঝাঁপা টুপি প'রে সব কালা হ'য়েছে না কি ?

জ্বালাপ্রসাদ। ভুখা অতিথিকে দরজা থেকে তাড়িও না বাবা, তা'তে তোমাদের ভাল হ'বে না বাবা !

শীতলচাঁদ। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) ভা—ভা—ভা—ভালো হয় কি মন্দ হয়—থা—থা—থামো দেখাচ্চি। শা—শা—শা—শালাদের ঝু—ঝু—ঝুলি ঝালা সব কেড়ে নিয়ে জু—জু—জু—জুতো মেরে না তাড়ালে হ'বে না।

(শীতলচাঁদের উঠিয়া বৈষ্ণবগণের আলখাল্লা আকর্ষণ ; পিপাজীর অভ্যন্তরস্থ রাজবেশ প্রকাশ ; কর্ম্মচারিগণের আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিতভাবে অবস্থান)।

পিপাজী। শীতল, সীতা আমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী, সম্পর্কে তার মাতুলপুত্র ব'লে তোমায় তার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই অধিকার দিয়েছিলাম। তুমি মূর্খ তা জান্‌তাম,. কিন্তু তুমি যে এত নীচ তা জান্‌তাম না। আজ

থেকে তুমি কর্ম্মচ্যুত হ'লে, এখনই এখান থেকে দূর হও, রাজসভায় আর কখনও মুখ দেখিও না।

[শীতলচাঁদের প্রস্থান।

জনৈক অতিথি। এত দিনে এ অতিথিশালার শনি দূর হ'ল, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি অন্ন পাবে তার উপায় হ'ল!

পিপাজী। (কর্ম্মচারিগণের প্রতি) তোমরাও অতি নীচ, বিশ্বাসের অযোগ্য, তোমাদেরও—

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ, ক্ষুদ্র কর্ম্মচারিগণের উপর ক্রোধ করবেন না। ওরা যেমন দেখে তেমনি শেখে। ওদের এবার মার্জ্জনা করুন, আবার যদি দোষ করে,—দণ্ড দেবেন।

পিপাজী। আচ্ছা, তোমার পরামর্শেই আমার চোখ ফুটলো, সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেলাম; তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারবো না। আজ বৈকালের সভাতেই অতিথিশালার কাজের নূতন বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দিও।

জ্বালাপ্রসাদ। তাই হ'বে, মহারাজের যখন দৃষ্টি পড়েছে তখন সব বিষয়েই সুচারুরূপ ব্যবস্থা হ'বে।

সকলে। জয় গাঙ্গরোল রাজের জয়! জয় মহারাজ পিপাজীর জয়!!!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মোহনরামের অন্তঃপুর—জানকী ও ললিতা।

ললিতা। বৌ-দিদি,—তুমি কাঁদ্‌ছিলে ?

জানকী। শত্তুরে কাঁদুক,—তুই কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলি না কি ?

ললিতা। না—সত্যি বল্‌না !

জানকী। (ললিতার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে) এমন চাঁদের মতন ননদ যার, তার দুঃখ কিসের যে কাঁদ্‌বে ?

ললিতা। আমি দাদাকে নিশ্চয় বল্‌বো।

জানকী। কি বল্‌বি ?

ললিতা। দাদা এমনি কাজ করেন যে, সকলে এ'সে তোমার সাক্ষাতে তাঁর নিন্দে ক'রে যায়, আর তুমি পড়ে পড়ে কাঁদো।

জানকী। তুই যদি বলিস্ ত আমিও বুঝি বল্‌তে ছাড়বো ?

ললিতা। কি বল্‌বে ?

জানকী। বল্‌বো যে ধেড়ে বোন্ ক'রে ঘরে রেখেছ, বিয়ে হয়নি ব'লে রাতদিন কাঁদে।

ললিতা। হাঁ, চোকে লঙ্কা-বাটা দিয়ে।

জানকী। আরও বল্‌বো যে ভাই কোনও চেষ্টা কর্‌লে না দেখে নিজেই ঘট্‌কী লাগিয়েছে।

[যমুনার প্রবেশ।

এই দ্যাখ্ বল্‌তে বল্‌তেই ঘট্‌কী হাজির। কি যমুনা খবর কি ?

যমুনা। সদাগরনি, মুক্তোর মালা ছড়াটী খোলো।

জানকী। (আগ্রহে) কেন, কেন, কিছু জান্‌তে পেরেছিস্ না কি?

যমুনা। (ললিতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া) জান্‌বো আর কি—এঁর একগলা, তাঁর হাবুডুবু।

জানকী। সত্যি?

যমুনা। নিজের কাণে জ্বালাঠাকুরের মুখে শুনে এলুম যে, ললিতার সঙ্গে বিয়ে হয় ত কর্‌বেন নয় ত কর্‌বেন না।

ললিতা। তবে ত আমরা যা শুনেছি তা যথার্থ!

যমুনা। যে কথা রটে, সে কথা কিছু কিছুও বটে; তবে এ বিষয়ে কিছু কিছু নয় বিলক্ষণ রকম বটে।

ললিতা। ওই বুঝি দাদা আস্‌ছেন, আমি যাই।

[ললিতার প্রস্থান ও মোহনরামের প্রবেশ।

জানকী। বলি ওগো ললিতার বিয়ের বিষয় কিছু কর্‌লে?

মোহনরাম। বিয়ের সবই ত ঠিক্ কেবল যা অভাব একটী পাত্রের।

জানকী। মহারাজের সঙ্গে থাকেন জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুর—তিনি কেমন পাত্র?

মোহনরাম। সে হারামজাদার কথা তোমায় কে বল্লে? হারাম-জাদা—সাধু, চরিত্তিরওয়ালা! আমার নিন্দে না ক'রে, আমার সকল কাজে শত্রুতা না ক'রে তার জলগ্রহণ করা হয় না। সুবিধে পেলেই একেবারে জাহান্নামে ঠেলে দেব দেখ্ না। ললিতা সাত জন্ম আইবুড় থাকে সেও ভাল, তবু সে বজ্জাতের হাতে দেব না।

জানকী। যাক্, না জেনে বলেছি রাগ কো'রো না। চল খাওয়া দাওয়া কর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর উদ্যান—সন্ন্যাসীবেশে মোহনরাম আসীন—রেবতী ও সীতা।

সীতা। রাজ্য যায় যাক্, মহারাজের শরীরের কোনও অমঙ্গল হ'বে না ত ?

সন্ন্যাসী। সেটা সূক্ষ্ম গণনা—হাত দেখ্‌লে তবে বল্‌তে পারি।

রেবতী। তা হাতই দেখাও না, ওঁরা সাধু-সন্ন্যাসী বইত নয়।

সীতা। আচ্ছা দেখুন (হস্তপ্রসারণ)।

সন্ন্যাসী। (হস্তধারণপূর্ব্বক দেখিয়া কিয়ৎকাল পরে) বাঃ চমৎকার হাত, সাক্ষাৎ শচী,—

সীতা। মহারাজের অমঙ্গলের বিষয় যে ব'ল্‌ছিলেন ?

সন্ন্যাসী। হাঁ স্বামিস্থানটা কিছু গোলমাল বটে—মহারাজ পিপাজীর অচিরাৎ রাজ্যনাশ ত হ'বেই ;—

সীতা। তা ছাড়া আর কি ?

সন্ন্যাসী। জীবননাশেরও সম্ভাবনা ; কিন্তু তা'তে আপনার রাজৈশ্বর্য্যের কোনই ত্রুটি হ'বে না।

সীতা। আপনি কি বল্‌ছেন—মহারাজের প্রাণনাশ আর আমার রাজৈশ্বর্য্য।

সন্ন্যাসী। কি করি—শাস্ত্রবাক্য—যা দেখ্‌ছি তাই বল্‌ছি। আর মহারাজেরও ত বয়স হ'য়েছে—

সীতা। (কথায় বাধা দিয়া) মহারাজের যে অমঙ্গল দেখ্‌লেন তার প্রতিকার কি ?

সন্ন্যাসী। যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়-লালসায় বিবাহ করে, মরণই তা'দের সে কাজের প্রতিকার। পিপাজী নিজ কর্ম্মদোষে যদিই জীবন হারায়, তা'তে আপনিই বা নিজের জীবন নষ্ট কর্‌বেন কেন? আপনার রূপেগুণে সমস্ত রাজ্য পদানত হ'বে, আপনার কৃপাকটাক্ষের প্রত্যাশায় কত ইন্দ্রতুল্য যুবক হা হুতাশ কর্‌বে!

সীতা। রেবতী, সাধু-সন্ন্যাসী ব'লে কি আমায় একটা পাগলের কাছে এনেছিস্ না কি?

রেবতী। না গো, খুব বড় সাধু—বড় নামডাক—কত বাঁজা মেয়েকে ছেলে হ'বার ওষুধ দিয়েছেন।

সীতা। না, না, আহা বদ্ধ পাগল—ওকে সঙ্গে ক'রে বৈদ্যশালায় নিয়ে যা।

[যমুনা ও কয়েকজন পুরাঙ্গনার প্রবেশ।

যমুনা। এই যে রাণীমা এখানে! সদাগরনী যে মহলে এ'সে তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'ল।

সীতা। সত্যি, এস জানকী দিদি! অনেক দিন পরে যে!

যমুনা। (স্থিরদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) এ লোকটা কে রাণী মা?

রেবতী। উনি বৈষ্ণব বৈরাগী, খুব বড় সাধু, হিমালয় থেকে এসেছেন। মন্ত্র জানেন, হাত দেখ্‌তে জানেন, কত ওষুধ জানেন।

যমুনা। বাঃ তবে ত বড় ভালই হ'য়েচে।

সীতা। কি হ'য়েচে?

যমুনা। আজ যজ্ঞশালায় বার জন সাধুর সেবা ও রত্নদান হ'বে, তার এগার জন পাওয়া গেছে—এক জনের অভাবে কাজ বন্ধ রয়েছে।

রেবতী। এত বড় সহরে আর একজন সাধু পাওয়া যাচ্চে না ?

যমুনা। জ্বালাঠাকুরের কি সহজে লোক পছন্দ হয়—বৈষ্ণব বৈরাগী হ'বে, খুব বড় সাধু হ'বে, হিমালয় অঞ্চল থেকে আসবে, মন্ত্র জান্‌বে, হাত দেখ্‌তে জান্‌বে, ওষুধ জান্‌বে, তবে হ'বে।

রেবতী। তুই কি করতে চাস্ ?

যমুনা। রেবতী দিদি, জ্বালাঠাকুর ওই পাশের ঠাকুরদালানে আছেন ডেকে দাওনা—ব'লো যে তুমি যেমন সাধু খুঁজ্‌চো, তেমনি সাধু একজন বাগানেই রয়েচেন।

রেবতী। তা ও কি আর তেমন সাধু, রাণীমা ত বলেন পাগল !

যমুনা। বৈষ্ণব বৈরাগী না ?

রেবতী। বোষ্টমের ব'ও না—সেদিন রাস্তার ধারে ব'সে কড়মড় ক'রে কতকগুলা শুক্‌ন হাড় চিবুচ্ছিলো। রাণীমার কথা কি মিথ্যে—বদ্ধ-পাগল।

সীতা। রেবতী, তুই ত এই বল্‌ছিলি উনি সাধু—জ্যোতিষ জানেন—

রেবতী। সে লোকের মুখে শুনে ব'লেছিলাম বইত নয়—কেউ বলে সাধু, কেউ বলে পাগল। ওই দেখনা—পাগল না হ'লে ওরকম করে।

সন্ন্যাসী। (নানারকম মুখভঙ্গী করিয়া পাগ্‌লামির ভান)।

যমুনা। তা হোক্ পাগ্‌লাটে, সাধু ত! কাজটা হ'য়ে যাক্—মহারাজ জল খেয়ে বাঁচুন। তোরা কেউ জ্বালাঠাকুরকে একবার ডাক্।

রেবতী। (গমনোদ্যতা পুরঙ্গনাকে ধরিয়া) যাস্ ত মাথা খাস্; ও সাধু নয়—পাগল, বদ্ধ-পাগল। বরং রাণীমাকে জিজ্ঞাসা কর্। ওকে যে সাধু বলে সে রাঁড়ী, আঁটকুড়ী, তিন কুল খাকী, তার সর্ব্বনাশ হোক্।

সীতা। রেবতী তুইও পাগল হ'লি নাকি? এই যে বল্‌ছিলি উনি খুব বড় সাধু।

রেবতী। না গো না, চেয়ে দেখনা—সাধু হ'লে কি ওরকম করে?

সন্ন্যাসী। (বিকট মুখভঙ্গী ও পাগ্‌লামির ভান)

যমুনা। আচ্ছা, আমি একটা পাগল নাচাবার গান জানি, যদি গানের তালে তালে নাচে ত জান্‌বো যথার্থ পাগল; নইলে জান্‌বো খাঁটি পাগল নয়, জোচ্চোর সাধু।

রেবতী। নাচাওনা, যেমন বল্‌বে ঠিক তেমনি নাচ্‌বে—খাঁটি পাগল, আসল পাগল, নিছক পাগল!

(যমুনার গীত ও সন্ন্যাসীর মুখভঙ্গীর সহিত তালে তালে নৃত্য)।

ডান পা তুলে নাচ্‌রে পাগল বাঁ পা তুলে নাচ
দে হামাগুড়ি, গড়াগড়ি, ডিগ্‌বাজী খা হাঁচ!
নাক মল, কাণ মল, মাটিতে ঘস্ নাক
দে দুই গালে চড়, লাক চড়াচড়, খা কাণ ধ'রে ঘুরপাক
বোস্ ওঠ্, বোস্ ওঠ্ জিব কাট্. মাথা কোট
তিড়িং মিড়িং লাফা যেন তপ্ত খোলার কই মাচ্!

সীতা। যমুনা, নে পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামী ছাড়্! চল জানকী দিদি, মহলে চল। তোরা কেউ একজন সেপাইকে ডেকে পাগলটাকে বের ক'রে দিতে বল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মোহনরামের বাটীর নিভৃত কক্ষ—মোহনরাম, সেনাপতি, তহশীলদার ও ফৌজদার।

মোহনরাম। তোমরা সব কেবল বাক্যের ভাণ্ডার, কাজের বেলা কেউ নও।

সেনাপতি। তোমার যে সব তাড়াতাড়ি।

মোহনরাম। এক ব্যাটা বুড়ো মড়াকে টেনে নিয়ে গিয়ে সাবাড় কর্‌বে, এতে আর কত যুগ সময় চাই?

ফৌজদার। শুধু বুড়োকে সাবাড় করা ত নয়, যুবোকে বসাতে হ'বে ত?

মোহনরাম। তা তোমরা মন দিলে সবই এক দিনে হ'তে পারে। ছ' মাস ত সৈন্যই বল, আর কর্ম্মচারীই বল কেউ এক পয়সা মাইনের মুখ দেখোনি; সকলে মিলে কাজ হাসিল ক'রে দাও, যত টাকা লাগে ধ'রে দেব।

তহশীলদার। নিজে নেবে রাজতক্ত আর আমাদের টাকা বকশিস্ দেবে—আমরা কি চাপরাশী নাকি?

সেনাপতি। সদাগরজি, যা ব'লেছি তার একচুল অন্যথা হ'লে কোনও কাজ হ'বে না। আমাদের তিন জনের এক এক পরগণা জায়গীর চাই।

তহশীলদার। আমার রাজগাঁ।

ফৌজদার। আমার শ্যামাপুর।

সেনাপতি। আমার কালীনগর কথাই ত আছে।

মোহনরাম। বেশ তাই হ'বে; কাজ কবে হ'বে বল।

সেনাপতি। আমি কি আর ঘুমুচ্চি? তবে কাজটা সাবধানে করতে হ'বে, বাগড়া ঢের।

মোহনরাম। কি রকম?

সেনাপতি। গতমাসে সব ঠিক্ ক'রেছিলাম, জনপঞ্চাশেক সর্দ্দার সেপাই প্রকাশ্য দরবারে হাজির হ'য়ে মাইনের বিষয় নিয়ে হাঙ্গামা সুরু করবে আর বুড়োকে বন্দী করবে—এই রকম বন্দোবস্ত হ'য়েছিল।

মোহনরাম। হ'ল না কেন?

সেনাপতি। এই জ্বালাপ্রসাদটার জ্বালায়! সে প্রধান প্রধান সর্দ্দারদের ডেকে বুঝিয়ে দিলে যে, জন কতক সওদাগর অনেক দিন থেকে নানা কারণে রাজকর দেয়নি, এইবার তা'দের কাছ থেকে আদায় হ'বে; আদায় হ'লেই সেপাইয়েরা সব মাইনে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাবে।

মোহনরাম। এই কথা শুনেই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল?

সেনাপতি। ঠাণ্ডা কেমন—সকলেই বলতে লাগ্‌লো, মহারাজের আর দোষ কি—শালা সওদাগরদেরই দোষ; মহারাজের হুকুম হয় ত শালাদের লুটে মাইনে আদায় করি।

মোহনরাম। বল কি—শেষকালে আমাদেরই সর্ব্বনাশ করতে চায়! তার পর?

সেনাপতি। তার পর আর কি; দু'চার্ বেটা বাঁকা সর্দ্দারকে ঠাণ্ডা গারদে দিয়ে সব ঠিক্ ক'রে নিয়েছি।

মোহনরাম। ফৌজদারজী কি কর্‌ছেন?

ফৌজদার। আমার কাজ ঠিক্ হ'চ্চে—রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম থেকে পাইক দিয়ে জিনিষ পত্র লুট ক'রে আনাচ্চি। মহারাজের নামে প্রজারা খড়্গহস্ত হ'য়ে আছে।

তহশীলদার। আমিও নানা উপায়ে কর দশ গুণ আদায় কর্‌ছি। রটিয়ে দিয়েছি যে, মহারাজ পুত্র-কামনায় আবার পাঁচটি সংসার ক'রবেন তার খরচ চাই। লোক খুব ক্ষেপে উঠেছে—বল্‌ছে বুড়ো ব্যাটা ম'লে বাঁচি।

মোহনরাম। সেনাপতি যদি এমন সুযোগেও কিছু কর্‌তে না পার, তাহ'লে জান্‌বো কালীনগর পরগণার জায়গীর তোমার কপালে নেই।

সেনাপতি। তোমার কপালেও রাজ্য আছে, আমাদের কপালেও জায়গীর আছে—একটু সবুর কর না ছাই। এই মাসের মধ্যেই কাজ হ'য়ে যাবে।

তহশীলদার। দেখো, বুড়ো সাবাড় হ'লে যেন তা—না—না—না ক'রোনা। একেবারে তক্তে ব'সে কাজ সুরু ক'রে দেবে, আর আমাদের জায়গীরের পরওয়ানাগুলো জারি কর্‌বে।

মোহনরাম। সে আর ব'ল্‌তে হ'বে না—বুড়োর কাটা ধড় ঠাণ্ডা হ'তে না হ'তেই খাজানা, কাছারি, অন্দর-মহল সব জুড়ে ব'সবো। রটিয়ে দেবো বুড়ো আমায় পুষ্যি পুত্তুর নিয়েছিল।

সেনাপতি। বেশ, বেশ, বাহবা কি বাহবা! এখন আমরা আসি।

মোহনরাম। দেখো ভাই কেউ কাজ ভুলে থেকো না।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্দর-মহলের মজলিস্—পিপাজী, রাণীগণ, সখীগণ,
গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

পিপাজী। সীতা যে এখনও এলনা?

এক রাণী। এতগুলো ঝাড় লণ্ঠন জ্বল্‌ছে তবু সীতা বিনা অন্ধকার দেখ্‌ছো!

পিপাজী। না তা নয়; সকলে এল, সে এলনা তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

অন্য রাণী। সে যে ধর্ম্মিষ্ঠী গো, এসব কি তার ভাল লাগে? হয়তো ঠাকুর ঘরে ব'সে বিড়ির বিড়ির জপ হ'চ্চে!

পিপাজী। যমুনা, সীতাকে ডেকে আন ত?

অপর রাণী। সীতার যতক্ষণ ফুরসৎ না হয় ততক্ষণ আমরা কি হা-পিত্তেশ হ'য়ে ব'সে থাক্‌বো না কি? কি জ্বালা!

পিপাজী। না তা কেন? গান আরম্ভ হোক্ না।

গায়িকাগণ। গীত।

ভরা গাঙ্ ঢল্ ঢল্ ঢল্ পুরো জোয়ার বাতাস ভারি
যায় না দেখা একূল ওকূল আবেগ আকুল বহে বারি!
জ্বলে জল রবির করে, আঁখি তায় ঠিক্‌রে পড়ে
ছুঁতে গেলে দেয় সে ঠেলে "সর সর সর" ফুকারি!
রামধনু রঙের তরী, ছুটেছে তায় তরতরি
তুলে পাল জোর বাতাসে গুমরে ভরি—
যার প্রাণ টানে সে তরির পানে ঝাঁপ দিয়ে যাও সাঁতারি।

(সীতার প্রবেশ।

পিপাজী। এই যে সীতা, এস, এস।

অন্য রাণী। একটু এগিয়ে বস্ লো, মহারাজ এতক্ষণ চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন না।

সীতা। (একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া) না আমি এখানে বেশ ব'সেছি।

পিপাজী। (গায়িকাগণের প্রতি) তোমরা গান থামালে কেন, সীতা এসেছে—বেশ একটা ভাল দেখে গান শোনাও।

গায়িকাগণ। গীত।

নাম অনিল বাস মলয়ে পালায় আমার সুবাস হরি,
সাক্ষী আছে কোকিল ভ্রমর, ধরিল কুঞ্জ-প্রহরী!
শ্যামল সাঁঝে বনের মাঝে, তারাসভায় চন্দ্ররাজে
করে অভিযোগ মরম লাজে আধফুটন্ত ফুলকুমারী!
অবশ চোরা বাসের ভারে, মলয়ানিল কিছু বল্‌তে নারে
রক্ষা পায় কয়েক মাসের দ্বীপান্তর সে স্বীকার করি।

পিপাজী। বাহবা বেশ নূতন গান ত! এই নাও তোমরা পুরস্কার নাও। আজ রাত্রি অধিক হ'য়েছে—এই পর্য্যন্ত থাক্।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—পিপাজী, জ্বালাপ্রসাদ, মোহনরাম, সেনাপতি, সভাসদ্‌গণ।

মোহনরাম। রাজ্যে চতুর্দ্দিকেই আগুণ জ্বলে উঠেছে, আর চেপে রাখা যায় না।

জ্বালাপ্রসাদ। সদাগরজী কি আবার লঙ্কা-দাহ কর্‌বেন না কি?

মোহনরাম। না তামাসা নয়—কর্ম্মচারীরা কেউ বেতন পাচ্চে না, সৈনিকেরা অর্থাভাবে লুট তরাজ আরম্ভ ক'রেছে, লোকে মান-সম্ভ্রম-অর্থাদি রক্ষায় অসমর্থ হ'য়ে হা হুতাশ করছে! চারিদিকে যেন অরাজক ব্যাপার।

পিপাজী। সে কি! আমি ত সেদিন কালিনগর-অঞ্চলে ঘুরে এলাম, প্রজারা বেশ সুখে আছে।

মোহনরাম। মহারাজের যদি সমস্ত দেখ্‌বার ক্ষমতা থাকবে, তাহ'লে এমন হ'বে কেন?

জ্বালাপ্রসাদ। (উঠিয়া মোহনরামের সম্মুখীন হইয়া) সওদাগর, সাবধান! মহারাজ ক্ষমাশীল ব'লে রাজ-মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রো না; আবার যদি অমর্য্যাদার কথা বল, এখনি প্রতিকার কর্‌বো।

মোহনরাম। পেটুক ব্রাহ্মণের সন্দেশ রসগোল্লার সঙ্গে সম্বন্ধ—রাজ-কার্য্যে হস্তক্ষেপের কি অধিকার?

পিপাজী। আহা, তোমরা অনর্থক ঝগড়া করছো কেন? মোহন কি বল্‌বে স্পষ্ট বল।

মোহনরাম। আমি বলছি যে বার্দ্ধক্য ও অন্যান্য কারণ বশতঃ মহারাজ যখন স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম, তখন কোনও সমর্থ লোককে রাজ্যভার দেওয়া উচিত।

পিপাজী। আমি রাজকার্য্যে অক্ষম তার প্রমাণ?

মোহনরাম। প্রমাণ রাজ্যের অবস্থা; ফৌজদার, তহশীলদার, সেনাপতি এঁরা সকলেই জানেন।

পিপাজী। কি জান তোমরা বল—তোমরাই ত আমার দক্ষিণ হস্ত, আমার চক্ষু। রাজ্যে কোনও গোলযোগ ঘটে সে ত তোমাদেরই উচিত ঠিক ক'রে নেওয়া।

মোহনরাম। (সেনাপতিকে ইঙ্গিত)।

সেনাপতি। বাহিরে জনকতক সৈনিক ও সর্দ্দার এসেছে, তারা সভায় এসে তাদের বেতনাদির বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে চায়।

জ্বালাপ্রসাদ। রাজসভায় অধিক সৈনিকের আবশ্যক কি, দু' চারজন সর্দ্দার মাত্র আসুক্।

পিপাজী। সেই ভাল না সেনাপতি? বেশী লোকে কেবল হট্টগোল কর্‌বে—বিচারের ব্যাঘাত উৎপাদন কর্‌বে।

সেনাপতি। আমার সেনা আমি যেখানে ইচ্ছা আন্‌বো। (বংশীবাদন)

[জন কয়েক সৈনিকের প্রবেশ।

পিপাজী। এরা ত আমাদের সৈন্যভুক্ত নয়!

একজন সৈনিক। আমাদের ছ'মাসের মাহিনা বাকি—এখনি চুকিয়ে দেবে ত দাও, নইলে আমরা যে ক'রে পারি আদায় কর্‌বো।

জ্বালাপ্রসাদ। (সৈনিককে সক্রোধে) তুমি যখন মহারাজ পিপাজীকে সৈনিকোচিত অভিবাদন কর্‌তে জাননা তখন তুমি এ রাজ্যের সৈনিক নও! অস্ত্র ত্যাগ ক'রে দূর হও।

(সৈনিকের হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধাক্কা)

সেনাপতি। কি, সর্দ্দারের গায়ে হাত! মার্! লুট কর্! রাজা শুদ্ধ রাজসভা রসাতলে দে!

সৈনিকগণ। মার্! মার্!

(জ্বালাপ্রসাদের পদশব্দ মাত্র অন্তরাল হইতে বহু সুসজ্জিত সৈনিক
বাহির হইয়া সেনাপতি, সর্দ্দার, মোহনরাম
ইত্যাদিকে বন্দী করিল)

পিপাজী। ভাই জ্বালাপ্রসাদ আলিঙ্গন দাও—আজ তুমি শুধু আমার নয়, রাজ্যের অনেক প্রজার প্রাণ রক্ষা করলে।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ এখনো অন্য জায়গায় এদের অনেক লোক আছে ; চলুন চলুন দেখি গিয়ে যাতে তারা বেশী অনিষ্ট করতে না পারে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর—সীতাদেবী ও যমুনা।

সীতা। যাই হোক, কোনও অসুখ হয়নি ত—ঠিক জানিস্ ?

যমুনা। না গো না কোনও অসুখ নয়।

সীতা। আজ এক হপ্তা হ'য়ে গেল মহলে আসেননি কেন ?

যমুনা। গোপালের নূতন মন্দির তৈয়ার হ'য়েছে, সেখানে বৈষ্ণবদের সঙ্গে রাত দিন থাকেন।

[প্রথমা রাণীর প্রবেশ।

১মা রাণী। এই যে কেকয়ীর কুঁজী মন্তরণী জুটেছে—কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস্ লো ?

যমুনা। তোমারও রাম নেই, ছোট রাণীমারও ভরত নেই ত আমি কুঁজী হব কোথেকে ?

১মা রাণী। ভাল যা হোক্ যাত্ন করেছিস্ তোরা, মহারাজকে বাক্সতে পূরে চাবি দিয়ে রেখেছিস্ নাকি?

সীতা। তিনি ত আজ এক হপ্তা এ মহলে আসেন নি?

১মা রাণী। আমাকে এমনি ন্যাকা পেয়েছিস্ কি না! এক হপ্তা তোকে না দেখে তিনি থাক্‌বেন?

সীতা। সত্যি ব'ল্‌ছি বড়দিদি!

[২য়া রাণীর বেগে প্রবেশ।

২য়া রাণী। এই যে ডাইনীদের ফুস্‌ফুসনি মন্তরণা হ'চ্চে! বলি হ্যাঁ লা একচোখী, একলষাঁড়ীরা—এক নিমিষের জন্যে কি ছাড়তে পারিস নে?

সীতা। কেন মেজদিদি মিছে রাগ কর্‌ছো?

২য়া রাণী। না, ওঁরা ভাতারটিকে কৌটোয় পূরে আঁচলে বেঁধে রেখে দেবেন, আর আমি মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে ওঁদের ফুল বিল্লিপত্তর দিয়ে পূজো ক'রবো!

[৩য়া রাণীর প্রবেশ।

৩য়া রাণী। ওমা যাব কোথা, কি ঘেন্নার কথা! তোরা দুটো বুড়ো মাগী—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—তোরা কি না এই ছুঁড়ীটের সঙ্গে সড় ক'রে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছিস্। আর, সকলের চেয়ে হারামজাদা এই ছুঁড়ীটে।

সীতা। আমার কি দোষ দিদি!

[চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাণীর প্রবেশ।

৪র্থ রাণী। না, তোমার কোনও দোষই নেই, তুমি বড় সাধু! তুই ত তুক্ গুণ ক'রে সোনার মানুষকে ভেড়া বানিয়েছিস্।

৫ম রাণী। তোর জন্যই ত রাতদিন "সীতে সীতে" মুখে জপমালা হ'য়ে আছে; শুন্‌লে যেন গায়ে বিষের আগুন ছড়িয়ে দেয়।

৬ষ্ঠ রাণী। তুই আবাগী আসবার আগে ত এমন ছিল না—কেমন সুখের সংসার ছিল, ভাগে যোগে চ'লে যেত।

সীতা। তোমাদের পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, মহারাজ সাতদিন এমহলে আসেন নি!

২য়া রাণী। সত্য নাকি? তবে কোথায় আছেন?

সীতা। যমুনা বল্‌ছে গোপালের ঘরে আছেন।

২য়া রাণী। গোপাল কে লো?

৩য়া রাণী। কোনও ধেড়ে মেয়ের বাপ নাকি?—কন্যাদায়ে উদ্ধার হ'তে এসেছে!

সীতা। না না গোপাল শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নূতন মন্দির হ'য়েছে, সেখানে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ভক্তির কথায় সময় কাটাচ্চেন্‌।

যমুনা। জ্বালাঠাকুর কি ব'লেছেন রাণীমারা শুনেছেন কি?

১মা রাণী। কি? কি?

যমুনা। তিনি বলেন যে রাণীমারা যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে মহারাজকে কৃষ্ণভক্তিতে বাঁধতে পারেন, তাহ'লে হয়ত মহারাজ সংসারে থাকবেন্‌ না হ'লে বোধ হয় বৈরাগী হ'য়ে বনে চলে যাবেন।

২য়া রাণী। বলিস্‌ কি লো বোষ্টমী হব কি করে? ছি!

৩য়া রাণী। তেলক কাটা! গায়ে ছাপ! রসকলি!

৪র্থ রাণী। মহাপ্রসাদ ছাড়া—কণ্ঠীধারণ!

৫ম রাণী। কুঁড়োজালি—মালা ঠক্‌ ঠক্‌!

৬ষ্ঠ রাণী। হাঁলো সীতে কি হ'ল? ঝুলি কাঁথা, জয় রাধেকৃষ্ণ!

১মা রাণী। না—না—সকলে ঠাট্টা রাখ, জ্বালাঠাকুরের কথা কখনও মিছে হয় না। সীতে কি ব'লিস্?

সীতা। এবার মহারাজ মহলে এলে সকলে একসঙ্গে গিয়ে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা কর্‌বো; তিনি যা বলেন, যাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে সংসারে থাকেন তাই ক'র্‌বো; এ ছাড়া আর আমরা কি কর্‌বো দিদি?

১মা রাণী। বেশ বেশ! চল এখন সকলে নিজের নিজের মহলে যাই; যার মহলে মহারাজ প্রথমে আস্‌বেন সেই সকলকে খবর দেবে।

সকলে। বেশ, বেশ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—পিপাজী, জ্বালাপ্রসাদ, পুরোহিত, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ।

পিপাজী। না—প্রাণদণ্ড নয়, এবারটী ক্ষমা করা যাক্।

সভাসদ্। অন্ততঃ চারজন প্রধান অপরাধীর প্রাণদণ্ড আবশ্যক—ন্যায়াধীশেরা সেই চারজনের দণ্ড লঘু কর্‌বার কোনও কারণ দেখেন না।

পিপাজী। কে কে চারিজন?

সভাসদ্। মোহনরাম, সেনাপতি, ফৌজদার ও তহশীলদার।

পিপাজী। আহা, ওরা রাজ্যের জন্য অনেক বৎসর ধ'রে খেটেছে, মুহূর্ত্তের জন্য উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার ক'রেছে ব'লে একেবারে প্রাণদণ্ড কেন?

সভাসদ্। মহারাজ! একজনের প্রাণদণ্ডে যদি সহস্র জনের প্রাণরক্ষা হয়—তাহ'লে কি প্রাণদণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নয়?

পিপাজী। সত্য, কিন্তু ওরা আর অনিষ্টের চেষ্টা করবে ব'লে আমার বোধ হয় না। আমি এবার সকল অপরাধীকেই ক্ষমা ক'র্ত্তে চাই। সভাসদ্গণ কি বল?

সভাসদ্গণ। মহারাজের যা ইচ্ছা, জয় মহারাজ পিপাজীর জয়!

পিপাজী। জ্বালাপ্রসাদ, স্বামী রামানন্দের অভ্যর্থনার সমস্ত ঠিক্ ত?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, গত সোমবারে তিনি এরাজ্যের সীমায় পদার্পণ ক'রেছেন; কালীনগরের অধিকারী মহারাজের আদেশ অনুসারে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতি মঙ্গল-পতাকা প্রভৃতির সহিত তাঁর অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে এখানে নিয়ে আস্ছেন।

পিপাজী। কবে রাজধানীতে পৌঁছিবেন?

মন্ত্রী। আগামী শনিবার অপরাহ্ণে উপস্থিত হ'বার কথা।

পিপাজী। আহা স্বয়ং স্বামী রামানন্দ আস্ছেন, রাজ্যের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির পবিত্র স্রোত প্রবাহিত হবে। শরীর যেন আনন্দে অবশ হ'চ্চে।

জ্বালাপ্রসাদ। পুরোহিত ঠাকুর, একবার সেই মহাপূজার কথাটা তুলুন না।

পুরোহিত। যাও—যাও—ব্যাঙ্গ করো না; পাঁঠাপূজাই রাজ্য থেকে উঠ্তে চ'ল্লো আর মহাপূজা!

জ্বালাপ্রসাদ। বলিদান দেবার জন্য হেরুকঠাকুরকে দিয়ে যে ছোকরাটি আনিয়েছিলেন সেটি এখন কোথায়?

পুরোহিত। গত তিনমাস থেকে সে যে কোথায় গেছে তা ব'ল্‌তে পারিনে ; তার অদৃষ্টে নেই লোকপালদের অধিষ্ঠান-ভূমি হ'য়ে মহামায়ার কৃপাপাত্র হবে কিরূপে ?

জ্বালাপ্রসাদ। সেই ছেলেটীর আমি সন্ধান পেয়েছি, বেশ হরিনাম গাইতে শিখেছে। ঐ দেখুন না, হরিনাম গাইতে গাইতে আস্‌ছে।

যুবক। (গীত করিতে করিতে প্রবেশ)।

গীত।

মোহবশে পশু পোষে শিশু বলি দিতে চায় !
কৃষ্ণ বলি দাওরে বলি বিষয়-বিষ-বাসনায় !
কাম-ছাগে ক্রোধ-মহিষে, বিবেক-অসিতে বধ হরষে
প্রেমপ্রসাদ ভক্তি-সুধা প্রাণভরে দাও সবায় !
ত্যজি বাজনা নাগরা ঢোল, তোল রে হরিনামের রোল
হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি বোল
সে চিকণ-কালা, নয়রে কালা, ডাক্‌লে প্রেমে শুন্‌তে পায়।

পিপাজী। জ্বালাপ্রসাদ, এ তোমারই কাজ—তুমিই এ'কে হরিনাম দিয়েছ। ধন্য তুমি ! তোমার গুণ আমি জীবনে ভুল্‌বো না। তুমি আমাকে—

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ অন্য কথা না থাকে সভাভঙ্গ করুন ;— শ্রীমান্ উদরচন্দ্র তাগাদা লাগিয়েছেন !

পিপাজী। আচ্ছা, তাই হোক্ ; স্বামী রামানন্দের অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি না হয়, বিশেষ করে সকলে দেখো

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর—রাণীগণের বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ ও গান।

১ম রাণী। আমরা নূতন বোষ্টুমী।

২য় রাণী। দিন দেখে সব ভেক্ নিয়েছি গেল গোকুল অষ্টুমী।

৩য় রাণী। (দেখো) নিয়ে খাঁটি তুলসী মাটি তেলক কেটেছি।

৪র্থ রাণী। সেধেছি জয় রাধে বুলি ঝুলি এঁটেচি।

৫ম রাণী। (রেখে) মালায় মনটী বেঁধেছি কণ্ঠী প্রসাদ ছেড়েচি।

৬ষ্ঠ রাণী। (আমাদের) নাই কোনও ভেল ভিতর বাহির কপট দুষ্টুমী।

সকলে। (তবে) আমাদের বোষ্টম হবার সাধ
সে শুধু মানুষ বাঁধা-ফাঁদ ;
সত্যি কথা বল্‌ছি ভাই, কেউ নিওনা অপরাধ !
যদি বুড়ো দেখায় উড়ো ডানা মিছে এসব ধাষ্টমি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—পিপাজী, জ্বালাপ্রসাদ, মন্ত্রী, মোহনরাম ইত্যাদি।

পিপাজী। তোমরা শীঘ্র একটা ঠিক ক'রে ফেল—রাজকার্য্য কিরূপে চল্‌বে।

মন্ত্রী। তাইতো মহারাজ—তাইতো, তাইতো—

মহারাজ। গুরুর আজ্ঞা লাভ করেছি, এক মাসের মধ্যে নিশ্চয় সংসারাশ্রম ত্যাগ কর্‌বো।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ, সে কথা পরে হবে, এখন এই প্রতাপপুরের তালুকদার শ্রীযুক্ত ভৈরবচরণ মণ্ডলের উপর তহশীলদারের পাইকেরা ঘোর অত্যাচার ক'রেছে সেই অভিযোগের—

মহারাজ। জ্বালাপ্রসাদ, ওসব ঐহিক ব্যাপারে আর আমাকে লিপ্ত কর্‌তে চেষ্টা ক'রো না—তোমরা একটা সভা করে সব বিষয়ের নিষ্পত্তি কর, আমাকে ছুটি দাও।

মোহনরাম। মাহারাজের আজ্ঞা হ'লে আমি রাজ্যরক্ষিণী সভার সভ্য হ'য়ে জনসাধারণের সেবা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

জ্বালাপ্রসাদ। অসম্ভব; রাজদ্বেষী রাজার ক্ষমার পাত্র হ'লেও প্রজারা তাকে ঘৃণা কর্‌তে ছাড়বে না।

শীতল। তা—তা—তাহলে আ—আ—আ—আমি—

জ্বালাপ্রসাদ। চুপ্—সভায় মুখ খুল্‌বে না—এই সর্ত্তে মহারাজ তোমায় ক্ষমা করেছেন।

পিপাজী। আমি আগামী শুক্ল ত্রয়োদশীর দিন গাঙ্গরোল ত্যাগ ক'রে যাব, গুরুর আদেশে এইরূপ ধার্য্য ক'রেছি।

মোহনরাম। তা হ'লে আর দিন ত নাই, মন্ত্রি মহাশয় একটা সভা ঠিক ক'রে ফেলুন।

মন্ত্রী। তাইতো—সদাগরজী—তাইতো—তাইতো—

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ, ভগবান্ আপনাকে এই রাজ্য রক্ষার ভার দিয়েছেন, আপনি কি ভগবদাদিষ্ট কর্ত্তব্য পথ ত্যাগ কর্‌বেন?

পিপাজী। জ্বালাপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ যে আমায় প্রেমভরে আগ্রহে দু'হাত তুলে নিজের কাছে ডাক্‌ছেন—স্বয়ং শ্রীরামানন্দ যে আমায় পথ দেখাতে এসেছেন, আমি কি এই সংসারের ছেলেখেলায় ভুলে থাক্‌বো?

জ্বালাপ্রসাদ। রাজ্য যে রসাতলে যাবে—অনেক লক্ষ প্রজার যে সর্ব্বনাশ হবে!

পিপাজী। কার রাজ্য—কার প্রজা? যাঁর রাজ্য তিনি রক্ষা কর্‌বেন, তাঁর হয়ে তোমরা সকলে মিলে রক্ষা কর্‌বে।

জ্বালাপ্রসাদ। মন্ত্রিমশায়, আপনি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই কাজ কর্‌ছেন—মহারাজকে বাল্যকাল থেকে সৎপরামর্শ দিচ্ছেন, এখন একটু বুঝিয়ে বলুন না।

মন্ত্রী। তাইতো জ্বালাঠাকুর—তাইতো—তাইতো—

পিপাজী। মন্ত্রি, সভার বাকি কাজ তুমি ও জ্বালাপ্রসাদ সম্পন্ন ক'রো,

আমি এখন আসি। শ্রীগোপালজীর ভোগের সময় হ'য়েছে—আজ স্বহস্তে মন্দির মার্জ্জিত ক'রে ভোগ সাজাব।

[প্রস্থান।

জ্বালাপ্রসাদ। মন্ত্রি মহাশয়, ভৈরবচরণের মামলাটা নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন; আমি যাই, মহারাজ কি করেন দেখি।

মন্ত্রী। তাইতো—এযে—তাইতো—তাইতো—তাইতো—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বামী রামানন্দের আশ্রম—রামানন্দ, জ্বালাপ্রসাদ, মন্ত্রী ইত্যাদি।

জ্বালাপ্রসাদ। আমরা এই রাজ্যের দীন প্রজা, আপনার চরণে শরণাগত; আমাদের রক্ষা করুন।

স্বামী রামানন্দ। তোমরা কি চাও?

জ্বালাপ্রসাদ। মন্ত্রি মহাশয়, বলুন না।

মন্ত্রী। তাইতো স্বামিজী, তাইতো—তাইতো—

জ্বালাপ্রসাদ। আমরা আপনার মুখের একটী কথা চাই—আপনার একটী আজ্ঞা ভিক্ষা করি।

স্বামী রামানন্দ। নির্ভয়ে বল; আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, এখনি আমি প্রস্তুত।

জ্বালাপ্রসাদ। মন্ত্রি মহাশয়, এইবার আপনি বলুন।

মন্ত্রী। তাইতো—তাইতো—তাইতো—

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ পিপাজী সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ক'রেছেন।

স্বামী রামানন্দ। উত্তম, উত্তম! আনন্দ, আনন্দ!

জ্বালাপ্রসাদ। আনন্দ কি? তিনি গেলে রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হবে, এমন কি শত্রুগণ এসে দেশ লুণ্ঠন করবে—সহস্র সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হবে।

স্বামী রামানন্দ। পরম ভাগ্যবান্ তোমরা—তোমাদের রাজা ভক্ত-কেশরী। তাঁর পুণ্যে তোমাদের অশেষ মঙ্গল হবে, কোনও বিঘ্ন হবে না।

মন্ত্রী। অ্যাঁ—তাইতো—তাইতো।

জ্বালাপ্রসাদ। আপনি দয়া ক'রে তাঁকে রাজ্যে থেকে প্রজাপালন করতে আদেশ করুন।

স্বামী রামানন্দ। বাপু, পিপাজীর মর্কট-বৈরাগ্য নয়, যথার্থ জ্বলন্ত-বৈরাগ্য; লোহার বেড় দিলেও সংসারে থাক্‌বে না।

জ্বালাপ্রসাদ। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। মহারাজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করছেন।

স্বামী রামানন্দ। যে কৃষ্ণে সমস্ত সমর্পণ করে, সে কোনও বর্ণের অন্তর্গত নয়, তার কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম নাই। সে যা ইচ্ছা করতে পারে।

জ্বালাপ্রসাদ। তিনি বিবাহিত—সাত রাণী বিদ্যমান।

স্বামী রামানন্দ। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশ তাঁরা—স্বয়ং পিপাজী যাঁদের পাণিগ্রহণ ক'রেছেন।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে চ'লে গেলে তাঁদের দশা কি হবে?

স্বামী রামানন্দ। তাঁরা ধন্য হবেন—স্বামীর পুণ্যে উত্তম উন্নত গতি প্রাপ্ত হবেন।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ অপুত্রক, অন্ততঃ যতদিন পুত্রলাভ না হয় ততদিন সংসারে থাকুন।

স্বামী রামানন্দ। পিপাজী অপুত্রক নয়।

জ্বালাপ্রসাদ। সে কি!

স্বামী রামানন্দ। যে যুবক বলিদানের জন্য আনীত হয়, যাকে তুমি রক্ষা করেছ, সেই পিপাজীর প্রথমা মহিষী সুধার্ম্মিকার পুত্র।

জ্বালাপ্রসাদ। আশ্চর্য্য কথা! মহারাণী সুধার্ম্মিকা ত আঠার বৎসর পূর্ব্বে কালীনগর যাবার সময় নৌকাডুবি হয়ে মারা যান, তখন কুমার মনোরঞ্জনের বয়স এক বৎসর।

মন্ত্রী। অ্যাঁ—তাইতো—তাইতো—

স্বামী রামানন্দ। ঐ যুবকই সেই মনোরঞ্জন; এই ব্যাপার পিপাজীকে জ্ঞাত করাই আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

জ্বালাপ্রসাদ। জ্ঞাত ক'রেছেন কি?

স্বামী রামানন্দ। না, নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে জ্ঞাত করলে হানির সম্ভাবনা ছিল, আজ সময় হয়েছে আজ বল্‌বো।

জ্বালাপ্রসাদ। ঠাকুর অতি আনন্দের সংবাদ তুমি দিলে; কিন্তু আমার প্রিয়-সখা পিপাজী সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গেলে আমি তার অদর্শনে প্রাণত্যাগ করবো! তোমার পায়ে ধরি ঠাকুর, আমাকে রক্ষা ক'রো পিপাজীকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে আমি কখনও বাঁচ্‌তে পার্‌বো না।

স্বামী রামানন্দ। পিপাজী ও তোমার মধ্যে যে প্রেম সে অতি বিশুদ্ধ—তোমাদের বিচ্ছেদ হবে না।

জ্বালাপ্রসাদ। বাঁচালে ঠাকুর, পায়ের ধূলা দাও! যথার্থ সাধু আপনি—অতি দীন সেবকের প্রার্থনা না পূর্ণ ক'রে কি থাকতে পারেন? মহারাজ তবে থাকবেন?

স্বামী রামানন্দ। পিপাজী থাকবে না—তুমিও তাঁর সঙ্গে সংসার ছাড়বে।

জ্বালাপ্রসাদ। আমি সংসার ছাড়বো, সে আবার কেমন হেঁয়ালি? আমার যে লম্বা চওড়া ধাই ধুম্বো—(আপনার গলার সমান করিয়া হাত নাড়া)।

স্বামী রামানন্দ। তোমার পত্নী যিনি হবেন তিনি অতি পুণ্যবতী—সাক্ষাৎ কমলা।

জ্বালাপ্রসাদ। কমলাও নয়, পাতিও নয়, সাক্ষাৎ পাঁচসেরী বাতাবী।

স্বামী রামানন্দ। তিনিও তোমার সঙ্গে সংসার ত্যাগ করবেন।

জ্বালাপ্রসাদ। ঠাকুর প্রণাম—এখন আসি! (স্বগত) আর না পালাই! ঠাকুর—আজ সন্ন্যাসের সদাব্রত খুলেছেন। মহারাজকে টেনে রাখতে গিয়ে নিজে শুদ্ধ ভাসলুম, আবার আমার সঙ্গে সেই বাতাবীটীও ভাসলো! আর কিছুক্ষণ থাকলে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, কুটুম্ব যে যেখানে আছে সব একে একে ভাসবে!

স্বামী রামানন্দ। এস বাবা; তোমার মুখে কৃষ্ণভক্তি মাখান—তোমার প্রাণে কৃষ্ণপ্রেম উথলে উঠছে। তোমাদের মঙ্গল হোক, রাজ্যের মঙ্গল হোক, তুনিয়ার মঙ্গল হোক!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর—পিপাজী ও রাণীগণ।

পিপাজী। তোমরা বল্‌লেও যাব, না বল্‌লেও যাব, তবে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দিলে স্বচ্ছন্দ মনে যেতে পার্‌বো। তুমি কি বল ?

১ম রাণী। মহারাজের সুখের শরীর, কষ্ট করা অভ্যাস নেই—দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে শরীর কেমন ক'রে থাক্‌বে ; দু'দিনে রোগে পড়বে যে।

পিপাজী। শরীরটাই কি সব—শরীরের জন্য আত্মা নষ্ট কর্‌বো ? তোমার কি মত ?

২য় রাণী। ঝুলি কাঁধে ক'রে দোরে দোরে না ঘুরলে বুঝি ধর্ম্ম হয় না—এই ত আমি বোষ্টমী হয়ে বাড়ীতেই সব ধর্ম্ম কর্‌ছি, তেমনই কর না।

পিপাজী। সংসারের আসক্তি বড় আসক্তি—সব না ছাড়লে কি সারধন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় ? গাছেরও খাব, তলারও কুড়ুবো তা হয় না। তোমরাও কি ওই রকম বল ?

৩য় রাণী। আমি বলি তুমি হলে দেশের রাজা—ভিকিরি মড়ারা যে রকম বনে গিয়ে জপ তপ করে, তেমন কর্‌বে কেন ? বনে যেতে সাধ হয় আমার মহলের বাগানের মালি ছাড়িয়ে দেবো—দু'দিনে বন হ'য়ে যাবে—হরদম বসে থেকো ; পয়সাও বাঁচ্‌বে, বনও হবে।

যমুনা। আর বনে বাঘিনীও থাক্‌বে।

৪র্থ রাণী। এ নিশ্চয় কোনও আবাগীর খেল ; তুকগুণ ক'রে মরেছে ! বনে ত যাবেন কত, আবার কোন আঁটকুঁড়ীর গয়লার গাইকে গাঁঠছড়ায় বেঁধে নিয়ে হাজির হবেন।

যমুনা। তোমার মতন ভাগলপুরে আর মিল্‌বে না।

৫ম রাণী। তোমার “সীতে সীতে” মন কর্‌ছে কি না, ওই আবাগীকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে মজা ক’রে ঘরকন্না কর্‌বে এই ফিকির কর্‌ছো—সেটী হ’তে দেব না।

যমুনা। নিজের নাক কাটতে হয় তাও স্বীকার, তবু পরের যাত্রা-ভঙ্গ করবো!

৬ষ্ঠ রাণী। এ নিশ্চয় বুড়ো বয়েসের ভীমরতি; তা হতেও পারে, ওই ডাইনীদেরই ত দাঁত পড়লো, চুল পাক্‌লো! বলি ও বুড়ো থুত্থুড়ীরা, তোদেরও কি ভীমরতি হয়েছে কবিরাজ ডেকে—ভাতারের চিকিচ্ছে করা না।

যমুনা। কবিরাজ নয়, ওঝা ডাক্‌তে হবে—মহারাজকে পেত্নীতে পেয়েছে।

পিপাজী। সীতা, তুমি কি বল?

সীতা। আপনি জ্ঞানী, ভক্ত, আমাদের গুরু। স্ত্রী মানুষের ধর্ম্মপথে সহায়, ধর্ম্মপথে যে বাধা দেয় সে সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্য নয়। মহারাজের যা ইচ্ছা হয় কর্‌বেন—দাসীর প্রতি যেমন আজ্ঞা হবে সে তাই কর্‌বে।

১মা রাণী। দেখ্‌ছো ছুঁড়ীর আক্কেল—নিজে যেমন গুলিকাঠ, অসুখ ক’াকে বলে জানে না—মনে করে সকলেই তাই। মহারাজের নিত্যি অসুখ—সন্ন্যাসী হ’লে শরীর ক’দিন টেঁক্‌বে?

২য়া রাণী। টুক্‌নী হাতে দিয়ে ভাতারকে বিদেয় ক’রে ভোম্বলদাস ভাইকে মুরুব্বি ধ’রে একেশ্বরী সর্ব্বেসর্ব্বা হবে? তোমার হাততোলায় থাক্‌তে হবে? দেখাচ্চি থাম মজা!

৩য়া রাণী। ঘেন্নাও করে না—আছিস্ রাজরাণী— হবি ভিকিরিণী—তাতেই মত দিচ্ছিস্?

৪র্থ রাণী। আস্‌বে যখন আবার বুকের উপর নতুন সতীন—আদরে গোবর হবে, তখন বুঝ্‌বি মজা!

৫ম রাণী। (সীতাকে) দু'জনে সড় করেছিস্ পালাবি, তাকি আর বুঝ্‌চিনি? দেখ্‌বো কোথায় পালাস্?

৬ষ্ঠ রাণী। ভাতারের ভীমরতি হ'য়েছে, কোথা সেবা কর্‌বি না আরও উস্‌কে দিচ্ছিস্!

সীতা। দিদিরা কি পাগলের মত বল্‌ছো—একটু মন ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখ—আমি যা বল্‌ছি ঠিক কি না?

সকলে। "কি আমার ঠাণ্ডাওলী"—"আমরা পাগল আর উনি সাধু"—"নব ছুড়ী একলা-ষাঁড়ী" ইত্যাদি কোলাহল।

পিপাজী। তোমরা সব ঝগড়া কর—আমি যাই শ্রীগোপালের আরতির সময় হয়েছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—পিপাজী, মন্ত্রী, জ্বালাপ্রসাদ ও সভ্যগণ। পিপাজীর একে একে রাজবেশ ও আভরণাদি ত্যাগ।

পিপাজী। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তোমরা আমার মনোরঞ্জনকে ফিরে পেয়েছ। সে রইল, আর রাজ্য রইল তোমরা সকলে দেখো। (মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিবার চেষ্টা)।

জ্বালাপ্রসাদ। (বাধা দিয়া) মহারাজ আর দিন কতক থেকে, কুমারকে রাজনীতিতে সুশিক্ষিত ক'রে—

পিপাজী। না জ্বালাপ্রসাদ বাধা দিও না, অনেক দিন এ বোঝা মাথায় বয়েছি, আজ শ্রীকৃষ্ণ ছুটি দিয়েছেন।

জ্বালাপ্রসাদ। যদি নিতান্ত যান্ ত কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত ক'রে যেতে হবে।

মোহনরাম। তা'তে তাড়াতাড়ি কি হে, সে আমরা যোগাড় ক'রে নেব; রাজ্যাভিষেকে একটু ধুমধাম করতে হবে, নিতান্ত তাড়াতাড়ির কাজ নয়।

জ্বালাপ্রসাদ। ধুমধাম পরে হবে, মহারাজ এখনই কুমারের মাথায় মুকুট দিন।

মোহনরাম। তাও কি হয়? রাজ কার্য্য কি মণ্ডা খাওয়া নাকি যে টপ্ করে হ'লেই হ'ল?

পিপাজী। দেখ জ্বালাপ্রসাদ, আমার ইচ্ছা যে, এই মুকুট শ্রীগোপাল-জীর পদতলে রক্ষিত হয়, সমস্ত রাজ্য শ্রীগোপালজীর দেবোত্তর হয়। মনোরঞ্জন ও তোমরা ঠাকুরের সেবাইত হ'য়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।

মোহনরাম। বেশ কথা, মহারাজের যেমন আজ্ঞা ঠিক সেই মতই কাজ হবে, মনোরঞ্জন ও আমরা সকলে সেবাইত হব।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ পিপাজীর মুকুট চিরকালই দেবতার পায় নিবেদিত; নূতন ক'রে লোক-দেখান উৎসর্গ করতে হয় পরে করবো। এখন সভাস্থ সকলের অনুমতি হয় ত মহারাজের আদেশক্রমে আমি কুমারের মাথায় এই মুকুট স্থাপিত করি।

সভাস্থ সকলে। তথাস্তু, তথাস্তু।

জ্বালাপ্রসাদ। (মনোরঞ্জনের মস্তকে মুকট দিয়া) সভাস্থ সকলে বলুন—জয় মহারাজ মনোরঞ্জনের জয় !

সকলে। জয় মহারাজ মনোরঞ্জনের জয় !

পিপাজী। যাক্ এবার ত কেউ আর নিষেধ করতে পারবে না, এই রাজবেশ, রাজদণ্ড সব ত্যাগ করলাম। (তথাকরণ ও সামান্য বৈরাগীর বেশে অবস্থান)।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ স্বহস্তে রাজদণ্ড কুমারের হাতে দিন।

পিপাজী। আচ্ছা দিচ্চি কিন্তু আর আমাকে মহারাজ ব'লো না, মনোরঞ্জনের অকল্যাণ হবে।

জ্বালাপ্রসাদ। (চক্ষু মুছিয়া) না মহাশয়, আর আপনাকে মহারাজ বল্‌বো না।

পিপাজী। সভাস্থ সকলে অনুমতি দাও আমি আসি ; সকলে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

[প্রস্থান।

জ্বালাপ্রসাদ। (মনোরঞ্জনকে) মহারাজ, এখন সকল সভ্যই দুঃখ-বিহ্বল, সকলেরই চিত্ত অধীর ; এখন সভাভঙ্গ করুন, কল্যকার সভায় কার্য্য-নির্ব্বাহের উদ্যোগ করা যাবে।

মনোরঞ্জন। বেশ তাই হোক্।

জ্বালাপ্রসাদ। পুরোহিত ঠাকুর একবার মহাপূজার বিষয়টা জিজ্ঞাসা ক'রবেন নাকি ?

পুরোহিত। আহ্! মঙ্গলের সময় অমঙ্গলের কথা আন কেন? হরি হরি, হেরুকেশ্বর কি সর্ব্বনাশই কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল!

[সভাভঙ্গ ও সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর—সন্ন্যাসীবেশে রাজা ও রাণীগণ।

পিপাজী। তোমরা সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দাও, আমি আজই সংসার ত্যাগ ক'রে যাব।

৪র্থ রাণী। বলি তোমার ত এক সংসার নয়, সাত সংসার—এই সাতটার কোনটাই কি পছন্দ হ'চ্চে না, তাই নূতন সংসার কর্‌তে যাবে?

পিপাজী। নূতন সংসার নয়—রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ ক'রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম ক'রে বনে বনে পথে পথে ঘুর্‌বো।

৫ম রাণী। তোমার সীতেকে না দেখে বাঁচ্‌বে কেমন ক'রে!

পিপাজী। শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়েছে, তাঁর দেখা না পেলে প্রাণ স্থির হ'চ্চে না।

৬ষ্ঠ রাণী। বলি চোখে কি ছানি প'ড়েছে? নূতন মন্দিরে ত পাহাড় সমান কেষ্ট দাঁড় করিয়েছ, সেটাও কি চোখে ঠেকে না?

পিপাজী। তোমরা বিদায় দাও, আমি চল্লেম্। (গমনোদ্যত)

১ম রাণী। (বাধা দিয়া) ক'দিন থেকে ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া হয়নি, শরীর কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে। শরীরটা একটু সারুক, তারপর যা হয় ক'রো।

২য়া রাণী। যা হয় ক'রো কি? আমাদের ভিকিরী ক'রে পথে বসিয়ে নিজে মজা ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন—তা হবে না।

পিপাজী। তোমাদের কোনও কষ্ট হবে না, তোমাদের যথেষ্ট মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রেছি। যা আবশ্যক হবে মনোরঞ্জনকে বল্‌লে, তৎক্ষণাৎ পাবে।

৩য়া রাণী। একলা কোনও রকমে যেতে দেব' না, নিতান্ত যাও আমি সঙ্গে যাব।

অন্য রাণীগণ। আমরাও সঙ্গে যাব, আমরাও সঙ্গে যাব।

(গমনোদ্যত রাজার পশ্চাৎ সকল রাণীগণের অনুগমন)

পিপাজী। তোমরা ত আমায় বড় বিপদে ফেল্লে, তোমাদের পায়ে পড়ি আমার যাবার আজ্ঞা দাও।

৩য়া রাণী। মহারাজ আমরা তোমাকে বিপদে ফেল্‌ছি না তুমি আমাদের অকূলে ভাসাতে চাচ্ছ! আমরা সকলে তোমার পায়ে পড়ি—যেখানে যাবে আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কোনও মতে ছাড়বো না।

পিপাজী। যমুনা!

যমুনা। (বাহির হইতে আসিয়া) আজ্ঞে মহারাজ!

পিপাজী। আঃ আবার মহারাজ বল' কেন? স্বামী রামানন্দকে এখানে ডেকে আন ত।

যমুনা। যে আজ্ঞা, এখনই আন্‌চি।

[যমুনার প্রস্থান।

পিপাজী। দেখ স্বামী রামানন্দ আমাদের সকলেরই গুরু, তিনি

এ বিষয়ে যে উপদেশ দেবেন তা সকলকেই মান্য ক'র্‌তে হবে, তিনি ত কথনও অন্যায় কথা বল্‌বেন না।

৩য়া রাণী। আমরাও তোমার সঙ্গে বনে গিয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রবো তাতে তিনি বাধা দেবেন কেন ?

৪র্থ রাণী। তিনিই ত ব'লেছেন যে, স্বামী যা করে স্ত্রীকেও তাই ক'র্‌তে হয়, এই ব'লে ত আমাদের বোষ্টমী ক'রেছেন। এখন সে কথা পাল্‌টাবেন কেমন ক'রে। তুমি বনে যাও ত তাঁর মতে আমাদেরও বনে যাওয়া উচিত।

[যমুনা ও স্বামী রামানন্দের প্রবেশ, সকলের স্বামী রামানন্দকে প্রণাম।

পিপাজী। গুরুদেব, রাণীরা সকলেই আমার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ক'র্‌ছে—আমাকে কোনও মতে একলা যেতে দেবে না।

স্বামী রামানন্দ। কেন গো মালক্ষ্মীরা—সহধর্ম্মিণী হ'য়ে স্বামীর ধর্ম্মে ব্যাঘাত দেবে ?

৩য়া রাণী। বাধা দেবো কেন ? উনি সংসার ছেড়ে যাচ্ছেন ; আমরা ওঁর সহধর্ম্মিণী আমরাও সংসার ছেড়ে যাব।

স্বামী রামানন্দ। সংসারের মায়া থাকৃতে সংসার ছাড়বে কি ক'রে মা ? পিপাজীর যথার্থ কৃষ্ণানুরাগ হ'য়েছে—কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় সংসারের ধন, ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, মান, ওর চক্ষে সামান্য বোধ হ'চ্চে, তাই ও সংসার ছেড়ে যেতে পারে। সাংসারিক আসক্তি, ভয়, লজ্জা প্রভৃতিতে ও আর অভিভূত হয় না।

৩য়া রাণী। আমরাও সাংসারিক আসক্তি, ভয়, লজ্জা প্রভৃতিতে অভিভূত হব না—আমাদের ওঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি করুন।

স্বামী রামানন্দ। অভিভূত হবনা বল্লেই কি হয় মা লক্ষ্মি! জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদেরও যেন কোনও কালে, কোনও জন্মে ঐরূপ কৃষ্ণভক্তি হয়।

৪র্থ রাণী। তা ওঁর কৃষ্ণভক্তি আছে আর আমাদের নেই! আমরা বোষ্টুমী হ'য়ে অবধি কত নাম জপ কল্লুম্!

২য়া রাণী। বল্লেই হ'ল আর কি? আপনি কি ক'রে জানলেন আমাদের ভক্তি হয়নি?

৬ষ্ঠ রাণী। কি করলে আপনার বিশ্বাস হয় বলুন; সত্যি ব'ল্‌ছি আমাদেরও ভক্তি হ'য়েছে—আমরাও সাংসারিক আসক্তি, ভয়, লজ্জা কিছুই গ্রাহ্য করি না।

স্বামী রামানন্দ। আচ্ছা, আমি এক কাজ ব'ল্‌ছি কর—তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে ভক্তি হ'য়েছে কি না? তোমরা সকলে এই এক এক টুক্‌রো কম্বল নিয়ে বাহিরে যাও; যে, সমস্ত বস্ত্র আভরণাদি ত্যাগ ক'রে, এই কম্বলের টুক্‌রোখানি মাত্র গায়ে দিয়ে অর্দ্ধ দণ্ড সময়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হবে, সেই পিপাজীর সঙ্গে বনে যাবার অধিকারিণী হবে।

[রাণীগণের এক এক খণ্ড কম্বল লইয়া প্রস্থান।

পিপাজী। ধন্য গুরুদেবের দয়া, উত্তম বিচার করেছেন।

স্বামী রামানন্দ। পিপাজি, যথার্থ ভক্তি হ'লে কৃষ্ণ তা'তে কোনও বাধা রাখেন না।

নেপথ্যে একজন। বলি ওলো সীতে, সত্যি সত্যি টেনা পরলি যে।

নেপথ্যে অন্য। তিন হাত মোটে কম্বল তোর গা ই বা ঢাকবি কিসে, পর্‌বিই বা কি?

নেপথ্যে অন্য। দেহখানি ত নয় যেন [illegible]গিরের জঙ্গলের কেঁদো হাতিনী; কোন্‌খানটা ঢাকৃবি লো?

নেপথ্যে অন্য। ছি ছি সীতে, রাণীনাম ডোবাস্‌নি, লোক হাসাস্‌নি, যাস্‌নি যাস্‌নি।

সীতা। (ছিন্ন কম্বল পরিধান করিয়া রামানন্দের সম্মুখে আসিয়া) গুরুদেব, দাসী আজ্ঞা পালন ক'রেছে—স্বামীর অনুগমন ক'রতে আজ্ঞা দিন।

স্বামী রামানন্দ। তথাস্তু, মা তুমি পিপাজীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী, ওর সঙ্গে যাবার তোমারই অধিকার। পিপাজি, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সীতাকে সঙ্গে লও; এ তোমার ধর্ম্মপথে সহায় হবে, বিঘ্ন হবে না।

পিপাজী। গুরুদেবের যেমন আজ্ঞা—এস সীতে, গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে কৃষ্ণনাম ক'রতে ক'রতে বাহির হই।

[উভয়ের স্বামী রামানন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—মহারাজ মনোরঞ্জন, মন্ত্রী, জ্বালাপ্রসাদ, মোহনরাম ও পারিষদ্‌বর্গ।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ, রাজকার্য্যের ত এক রকম সব ঠিক হ'ল এবার আমার ছুটীর বিষয় আজ্ঞা করুন।

মোহনরাম। মহারাজের ত আজ্ঞা হ'য়ে গেছে—তোমার যখন ইচ্ছা যেতে পার।

মহারাজ। কই আমি ত তা বলিনি—এখনও জ্বালাঠাকুরকে অনেক কাজ দেখতে হ'চ্চে, উনি গেলে চ'লবে কেমন ক'রে?

মোহনরাম। সেনা বিভাগ, কোতোয়ালী, তশিলদারী সব বিভাগেই ত নূতন নূতন অধিকারী নিযুক্ত হ'য়েছে।

মহারাজ। নামে হ'য়েছে বটে, কিন্তু জ্বালাপ্রসাদই ত কাজ চালাচ্চে।

জ্বালাপ্রসাদ। না মহারাজ, তারা বেশ কার্য্যক্ষম হয়েছে। আপনি নিজে একটু মনোযোগ ক'রে কাজ দেখ্বেন, কোনও বিঘ্ন হবে না।

মহারাজ। মন্ত্রি, কি বল ?

মন্ত্রী। তাইতো মহারাজ—তাইতো—

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ আমার শরীরও ভাল নয়, মনও ভাল নয়; দিন কতক তীর্থ পর্য্যটন ক'রবো মনে কর্ছি। কাল হ'তে আমি আর সভায় উপস্থিত হবো না।

মহারাজ। মন্ত্রি, তা হ'লে জ্বালাপ্রসাদের স্থলে কে সভাসদ্ নিযুক্ত হবে!

মন্ত্রী। তাইতো মহারাজ—তাইতো—তাইতো—

মোহনরাম। যদি দোষ না হয় ত নিবেদন করি, এই শ্রীমান্ শেতল চাঁদ অতি উপযুক্ত পাত্র। কি হে শীতলচাঁদ, ভাঁড়ের কাজ পার্বে ?

মহারাজ। সদাগর, জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুরকে ওরূপ উপেক্ষার কথা বল্লে আমার পক্ষে কষ্টকর হয়, উনি আমার পরম উপকারী, পিতৃসখা— আমার পিতৃতুল্য।

মোহনরাম। মহারাজ অপরাধ নেবেন না। কি হে শীতলচাঁদ পার্বে ?

শীতল। ভাঁ—ভাঁ—ভাঁড় ছেড়ে ঢাকাই জালা হতে পারবো।

জ্বালাপ্রসাদ। মহারাজ বুদ্ধিমান্, লোক চিন্‌তে বেশী দেরী হবে না। আমি এখন আসি। ভগবান্ মহারাজের সর্ব্বদা মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

মহারাজ। জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুরের যাওয়ায় আজ মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল—আজ সভাভঙ্গ কর্‌লাম্।

সভাসদ্‌গণ। জয় মহারাজ মনোরঞ্জনের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মোহনরামের অন্তঃপুর—জানকী ও দাসী।

জানকী। কই বুড়ী ডাক্‌তে গেল ললিতাকে—তা যে এযুগও গেল আর যুগও গেল; তুই যা দেখি, শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।

দাসী। যাই, দেখি! আজকাল যে দিদিমণি যমুনাসোহাগী হ'য়েছেন গো, যমুনার আদর দেখে কে? নিজের খাবার থেকে যমুনাকে খাওয়ান, নিজের গলার হার যমুনাকে পরিয়ে দেওয়া! দেখিগে, বাগানে ব'সে হয়ত যমুনার সঙ্গে ফুস্‌ফুস্থনি হ'চ্চে।

জানকী। মিছে বক্‌ছিস্ কেন, যা।

দাসী। মিছে বক্‌ছি বই কি, ঐ যমুনা যখন দাগা দেবে, তখন বল্‌বে যে হ্যাঁ, ভাল মানুষের মেয়ে বলেছিল বটে! গরীবের কথা কি বাসি না হ'লে মিষ্টি লাগে!

জানকী। যা না—ললিতাকে বল্‌গে যে, সে না এলে আমি খেতে বস্‌তে পাচ্চিনে।

[অপর দাসীর প্রবেশ।

এই যে কদম—কইরে ললিতাকে ডেকে আন্‌লিনি ?

কদম। দেখ্‌তে পেলে ত ডাক্‌বো—সারা বাড়ী, সারা বাগান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এলাম, দিদিমণিকে ত কোথাও দেখ্‌লাম না।

জানকী। বাগানে কি পুকুর ঘাটে কোথাও হয়ত ব'সে আছে, দেখ্‌গে যা ভাল ক'রে।

কদম। সে আর বল্‌তে হবে না, আমি বাবুকে বলেছি ; তিনি দশ বার জন লোককে বাগানের চার ধারে দেখ্‌তে বলেছেন।

জানকী। তাইত—ভাবনার কথা যে !

(বেগে মোহনরামের প্রবেশ) হ্যাঁ গা ললিতাকে দেখ্‌তে পেয়েছ ?

মোহনরাম। সে চুলোয় গেছে, তাকে দেখ্‌তে পাবে কোত্থেকে ?

জানকী। ও কি অলক্ষণে কথা গো !

মোহনরাম। রেবতী এসে ব'লে গেল—তাকে দিয়ে ললিতা ব'লে পাঠিয়েছে।

জানকী। কি ব'লে পাঠিয়েছে ?

মোহনরাম। বলেছে "আমি দাদা ও বৌদিদিকে না ব'লে এসে অনুচিত কাজ ক'রেছি, তাঁদের আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে ব'লো। আমি অধর্ম্মের পথে যাব না—আমায় যেন না খোঁজেন।"

জানকী। কেন গেছে, কার সঙ্গে গেছে ?

মোহনরাম। আমার বিশ্বাস জ্বালা হতভাগার এই কাজ, ব্যাটা

সাধু সেজে ধর্ম্ম কথা কয়! যমুনা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে, সেও রেবতীকে এই কথা বলে পাঠিয়েছে।

জানকী। কি কর্‌বে?

মোহনরাম। ক'র্‌ব কি দেখ না! আমায় দেশ ছাড়া হ'য়ে বনে বনে ঘুর্‌তে হয় সেও ভাল, কিন্তু আমি সেই ধম্মিষ্ঠিকে আর সেই কুলাঙ্গার মেয়েকে ধ'রে জবাই ক'র্‌বো! তাদের রক্ত দর্শন না ক'র্‌লে আমার বংশের এই কলঙ্ক ঘুচবে না! আর পিপাজী ও সীতেও এই ব্যাপারের মধ্যে আছে। সব বেটা বকা ধার্ম্মিকের ভিরকুটি না ছরকুটে দি ত, আমার নাম মোহনরাম সদাগর নয়। প্রাণ যায় সেও ভাল, তবুও এ অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব!

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ—পিপাজী ও সীতা।

পিপাজী। (কাঠি বাজাইয়া গান) য়াহি সো ঘনশ্যাম কহায়ত
দ্রবত দীন দুরদশা বিলোকত, করুণারস বরষায়ত
ভীঙ্গে সদা রহত হিয় রস সোঁ জনমন তাপ জুড়ায়ত
হরীচন্দসে চাতক জনকে জীকে প্যাস বুঝায়ত!

সীতা। (ঐরূপ গান)
সাঁঝ সবেরে পংছী সব ক্যা কহতে হ্যাঁয়—কুছ তেরা হ্যায়?
হম সব এক দিন উড় যায়েঙ্গে যহ দিন চার বসেরা হ্যায়!

আঠ বের নৌবত বজ্ বজ্ কর তুঝকো য়াদ্ দেলাতী হ্যায় !
জাগ জাগ তু দেখ ঘড়ী রহ ক্যায়সী দৌড়ি যাতী হ্যায় !
দিয়া সামনে খড়া তুমারী করণী পর শির ধুন্‌তা হ্যায় !
এক দিন মেরি তরহ বুঝোগে কহ্‌তা তু নহি শুনতা হ্যায় !
খিল খিল কর ফুল বাগমে কুমলা কুমলা যাতে হ্যঁায় !
তেরি ভি গতি যহি হ্যায় গাফিল যহ তুঝকো সমঝাতে হ্যঁায়
এত্তে পর ভি দেখ ও শুন কর ক্যোঁ গাফিলা হো ফুলা হ্যায় !
হরী চন্দ হরি সচ্চা সাহেব উস্‌কো বিলকুল ভুলা হ্যায় !

দস্যু। (বন হইতে বাহির হইয়া লাঠি উত্তোলন পূর্ব্বক) হো-হো-হো !

পিপাজী ও সীতা। (শান্তমনে ও হাস্যমুখে) জয় রাম জয় সীতা !

সারে দিন ভুল ভুল কর সাঁঈ করুণা শাম উদীতা !
এত্তে দিন নৈবেদ নহি ছুতে অব্‌সো ছিন্‌কো খাতা !
নির্ম্মল পুহুপ নহি ছুঁয়ো অবতক্ মলিন দেহ অব লেতা !
ধ্যান মো দরশন নহি মিলত কর পরশন অব দেতা !
লীলা তুমারে দয়া তুমারে রহা মুআ অব জীতা !

দস্যু। আরে, অভি মরোগে—ডরতা নহি, রোতা নহি,—হাস্‌তা, গাতা !

পিপাজী। কেন, এত দিন পরে যদি দেখা দিয়েছ ত তোমায় দেখে ভয় পাব কেন, কাঁদবো কেন ?

দস্যু। হামকো জানতা নেহি, হম ডাকু হ্যায়—যমদূত হ্যায়, অভি জান লেগা !

পিপাজী। তুমি যার ডাকু তার ডাকু—আমাদের পক্ষে সাধনার

ধন শ্রীকৃষ্ণ তুমি; এত দিন কত সাধ্য সাধনায় ফিরে চাওনি, একটি কথা, একটি ফুল, একটি সামান্য বলি-উপহারও নাওনি, আজ একেবারে এসে নিজে প্রাণ-পূজা চাইচো! জয় কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ!

দস্যু। ক্যা হামকো কিষুণজী বোলতা—হাম খুনী হ্যায়, ডাকু হ্যায়, হামারে পাস কিষুণ নহি আতা! কিষুণজীকো খোজ্‌তা তো দূরমে খোজো, হমারে পাস নহি!

পিপাজী ও সীতা। কাহেরে বন খোজন জাঈ?

সরবনিবাসী সদা অলেপা তোহি সঙ্গ সমাঈ।
পুহুপ মধ্য জিঁউ বাস বসতু হ্যায় মুকুর মাহি যস্‌ ছাঁঈ।
ত্যায়সে হি হরি বসে নিরন্তর ঘটহি খোজউ ভাঈ।
বাহর ভিতর একহি জানউ যহ গুরুজ্ঞান বতাঈ।
জননানক, বিনু আপা চিন্‌হে মিটে ন ভ্রমকী কাঈ।

দস্যু। (লাঠি ফেলিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া) বাপ মাই—হমনে অপরাধ কিয়া, হমে মাফ করো, আশিষ দো।

পিপাজী। জয় সীতা রাম বোলো বচ্চা জয় রাধা কিষুণ বোলো—দিল ঠাণ্ডা হো যায়গা! কুছ দুখ নহি রহে গা! যাও ঘর যাও।

নবম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ—ললিতা ও যমুনা।

ললিতা। যমুনা, আর যে পা চলে না, এখনও কতটা পথ বাকি?

যমুনা। বেশী নয় আর পো টাক।

ললিতা। কি জ্বালা! সেই তখন বল্লি পো টাক, আর এখনও পো টাক?

যমুনা। তোমার মন কেবল জ্বালা—জ্বালা—ক'রছে কি না, তাই সব কথাতেই জ্বালা!

ললিতা। (সলজ্জভাবে) সত্যি ভাই তা ভেবে বলিনি।

যমুনা। না—তা কি আর বলেছ? এস যদি বড় পা ভেরে গিয়ে থাকে ত এই গাছতলায় বসে একটু জিরোও।

ললিতা। তাই বসি; তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।

যমুনা। ফাট্‌বে না গো ফাট্‌বে না—একটু পরেই ছাতি ঠাণ্ডা হবে এখন।

ললিতা। তুই বড় দুষ্টু যা!

যমুনা। আমি ত দুষ্ট আছিই—এখন একটা গান গাও দেখি।

ললিতা। গান।

কে জানে কি দিয়ে বিধি গড়িল নারী-হৃদয়
নিমেষের চোখে দেখা তাতেই বিকায়ে রয়!
ভুলিলে না যায় ভোলা, সখিরে এ বিষম জ্বালা
পোড়া দেবতার বুঝি পোড়ান এ খেলা—
হয়ে সরলা কুলবালা ত্যজিনু লজ্জা ভয়!
জীবন, যৌবন, দেহ, মন, অপরেরে সমর্পণ
লাভ শুধু অশ্রুবারি বৃথা পথ নিরীক্ষণ;
জানিনা কেমন ধারা কোন্ দেশের এ বিনিময়।

(জ্বালাপ্রসাদের অন্তরালে থাকিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ)।

যমুনা। বেশ গেয়েছ, গানে আমার জ্বালা দূর হ'ল ; এখন তোমার জ্বালা যদি আসে তবে জানি গানের বাহাদুরী।

জ্বালাপ্রসাদ। (অগ্রসর হইয়া) যমনা, তোমার সখীর গান নয়—এ মন্ত্র ; এতে সবই সম্ভব হয়।

ললিতা। (সলজ্জে অন্তরালে যাইবার চেষ্টা)।

যমুনা। (ললিতাকে ধরিয়া জ্বালাপ্রসাদের সম্মুখীন করিয়া) আর অত রঙ্গ ক'রে স'রে যেতে হবে না ; এই নাও ঠাকুর, তোমার ধন তুমি বুঝে প'ড়ে নাও, আমি এখন চল্লাম।

জ্বালাপ্রসাদ। যমুনা, আমাদের জন্য তুমি যখন এত কষ্ট ক'রলে ত আর একটী উপকার তোমায় ক'রতে হবে।

যমুনা। কি বল।

জ্বালাপ্রসাদ। তোমরা এখানে আর দু'দণ্ড থাক, নিকটেই গ্রাম আছে আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য দু'খানি পাল্কী আন্ছি। আমার এক দূর সম্পর্কের খুড়ো সেই গ্রামে থাকেন, সেখানে সব প্রস্তুত আছে।

যমুনা। ঠাকুরের যে আর দেরী সয় না।

জ্বালাপ্রসাদ। শুন্ছি, মোহনরাম চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে আমাদের ধ'রতে। মহারাজকে ব'লে পরওয়ানাও বার ক'রেছে। শুভকার্য্য আজ রাত্রিতেই শেষ ক'রে কাল বৃন্দাবন যাত্রা করবো—নইলে নিস্তার নেই।

যমুনা। বেশ, বেশ, বৃন্দাবনে নাহলে আর ললিতার লীলা কোথায় হবে ?

জ্বালাপ্রসাদ। এখন আসি।

যমুনা। শীঘ্র ফিরো—ললিতা বল্‌ছিলো তৃষ্ণায় ছাতি ফাট্‌ছে—তোমার আস্‌তে দেরী হলে ভাবনায় ছাতি ফাট্‌বে।

জ্বালাপ্রসাদ। খুব শীঘ্রই ফির্‌বো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকার পথ—মোহনরাম, তাহার অনুচর ও কয়েকজন দ্বারকার গুণ্ডা।

১ম গুণ্ডা। আমরা কাজ ঠিক কর্‌বো কিন্তু ধার ধোর জানি না, টাকা আগাম চাই।

মোহনরাম। কি আপদ—আমি কি টাকা ট্যাঁকে গুঁজে এনেছি?

১ম গুণ্ডা। সে আমি কি জানি, আমি চল্লাম, বিশ হাজার টাকা নিয়ে যদি আমার আড্ডায় এস, দেখা পাবে।

মোহনরাম। আরে রাগ কর কেন? শোনই না, আমি লোক পাঠিয়েছি, সে শীঘ্রই টাকা নিয়ে এসে পৌঁছুবে; কাজ কিন্তু ঝট্‌পট্‌ কর্‌তে হবে।

১ম গুণ্ডা। হাঁগো—বোষ্টমটাকে দরিয়ায় ডুবিয়ে বোষ্টমীটা তোমার ঘরে পৌছে দিতে হবে এই ত?

মোহনরাম। হাঁ; এই একটা সামান্ত বোষ্টম ঘায়েল কর্‌তে এত টাকা নেবে?

১ম গুণ্ডা। সে সামান্য বোষ্টম নয় গো—তার অনেক শিষ্য ভক্ত হয়েছে ; জানাজানি লড়ালড়ি না হয়ে যায় !

২য় গুণ্ডা। আর বোষ্টমীটা কেমন ? এখানে অনেক শেঠ ডবল দামে নিতে পারে।

মোহনরাম। আচ্ছা টাকা এসে পৌঁছুলেই আমি তোমার আড্ডায় হাজির হব।

১ম গুণ্ডা। বেশ ! কিন্তু এক ছেদাম কম হলে কাজ হবে না।

মোহনরাম। দেখো, শীকার না ভাগে।

১ম গুণ্ডা। না গো ভাগ্‌বে না—আমার অনেক লোক তার ভক্ত সেজে রাত দিন পাহারা দিচ্ছে।

মোহনরাম। আচ্ছা তবে এখন যাই, খুব হুঁসিয়ার থেকো !

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকার পথ—পিপাজী, সীতা ও নাগরিকগণ।

পিপাজী। তোমরা দ্বারকাবাসী মহাপুণ্যবান্ ; রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তোমরা প্রজা। কি ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ পাবো বলে দাও।

১ম নাগরিক। তুমি কি পাগল না কি ? এ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ কোথা ?

পিপাজী। না—না—ভাই আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি ; ভগবান্ দেবকী-নন্দনের চরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হব সে আশায় নিরাশ ক'রোনা।

১ম নাগরিক। (অপর নাগরিককে) আহা! লোকটা বদ্ধপাগল

২য় নাগরিক। না হে পাগল নয়, বড় উঁচু দরের ভক্ত; আজ কদিন সমুদ্র তীরে কুঁড়ে ক'রে আছেন। আমি সে দিন দর্শনে গিয়েছিলাম— কৃষ্ণনাম শুনে প্রাণ গলে গেছ্‌লো।

১ম নাগরিক। তবে যে সাধুর পায়ের ধূলা ধারণ ক'রে নবীন শেঠের ছেলের রক্ত উঠা বন্ধ হয়েছে—ইনি তিনিই না কি?

২য় নাগরিক। হাঁ তিনিই ত!

৩য় নাগরিক। এ সাধু, তুম কিষ্‌ণজী কো দেখনে মাংতা—হাম দেখায়েংগে আও! (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)।

২য় নাগরিক। কে হে তুমি—ছিরু গুণ্ডার দলের লোক না? দেখ এই সাধুর যদি কোনও অনিষ্ট কর ত আমরা তোমাদের আস্ত রাখ্‌বো না।

পিপাজী। তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে লুকিয়ে রেখেছ, আমায় দেখ্‌তে দেবে না; আমি মাথায় ইট মেরে মর্‌বো। (তথা করিতে উদ্যত ও সীতা কর্ত্তৃক নিবারণ)।

সীতা। প্রভু, শরীরের হানি ক'রোনা; আমরা প্রাণভরে ডাক্‌লে দয়াল শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দেখা দেবেন।

২য় নাগরিক। সাধুজী এখন আশ্রমে চলুন; আমি কালই এখানকার প্রধান প্রধান পাণ্ডা ও পণ্ডিতদের নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হবো— শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন তাঁরা অবশ্য আপনাকে দেখাতে পারবেন।

পিপাজী। আচ্ছা চল—শ্রীকৃষ্ণ যদি কাল দেখা না দেন ত এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোক—শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপিকাগণ।

গোপিকাগণ। (নৃত্য ও গীত)।

রবি নন্দিনী তট মেদিনী
সম চৌরস রাজে
অতি চিক্কণ সিকতাগণ
তঁহি উদার সাজে!
তঁহি করত হি রাস!
বহু রঙ্গিণী করি সঙ্গিণী
হরি বহু পরকাশ!
যত সুন্দরী কর কর ধরি
নৃত্য করত রঙ্গে
দু দু সুন্দরী কণ্ঠ পকরি
হরি নাচত সঙ্গে।
কটি কিঙ্কিণি নূপুর মণি
বলয় কঙ্কণ বাজে
যার ধ্বনি শুনি পরিবাদিনী
সাহিনী মরে লাজে!
গগনোপরি যত কিন্নরী
ধরি রাগিণী তানে

গান করত তাল ধরত
যন্ত্র মধুর মানে ;
নটন হেরি সুখেতে ভোরি
সুরগণ মুনি সাথে
কুসুম বৃন্দ বরিখে মন্দ
কিশোরী কিশোর মাথে !

শ্রীকৃষ্ণ। মানময়ি, আজ আবার মান কি জন্য, মুখে হাসি নাই যে !

রাধা। ছিঃ—যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে সারা হয় তাকে কাঁদান এ স্বভাব আর তোমার গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, কে আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ্‌ছে ?

রাধা। কিছু জানেন না আর কি !

শ্রীকৃষ্ণ। কার কথা বল্‌ছো খুলেই বলনা—রাধা-রাণী কাছে থাক্‌লে কি আর আমার মন অন্য কোনও দিকে যায় ?

রাধা। যত দোষ আমার ! আচ্ছা, দ্বারকায় যে স্ত্রী পুরুষে ওরা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'রে প্রাণ বের ক'রে ফেল্‌চে ওদের কি দেখা দেবে না ? সকলের প্রাণ ত রাধার মত পাথর নয়—ওরা যে সারা হয়ে গেল !

শ্রীকৃষ্ণ। যাক্ না আর দিনকতক !

রাধা। লোকে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে পাগলের মত আছড়ে আছড়ে বেড়ালে তোমার বড় সুখ হয়, না ?

শ্রীকৃষ্ণ। যাক্—মহাভাবময়ী রাধার সঙ্গে কথায় কে পারবে—কি করতে হবে বল।

রাধা। ওদের এখানে এনে দেখা দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে কেমন ক'রে আস্‌বে—এখনও যে প্রাণের মায়া রয়েছে ?

রাধা। তোমাকে যে সার ক'রেছে তার আর প্রাণ, মান, লজ্জা, কিছু কি থাকে ? মাথা খাও দেরী ক'রো না—গরুড়কে স্মরণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা (গরুড়কে স্মরণ)

(গরুড়ের ভূমি ভেদ করিয়া আবির্ভাব)।

গরুড়। (যোড়হস্তে) প্রভু দাসকে কি নিমিত্ত স্মরণ ক'রেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, দ্বারকায় পিপাজী ও সীতা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে আকুল হয়ে কেঁদে বেড়াচ্চে। তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকগে। যখন দেখ্‌বে তারা আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন তাদের আমার নিকট নিয়ে এস।

গরুড়। যে আজ্ঞা প্রভু। (প্রস্থান)

রাধা। তোমার কি সন্দেহের মন! সাক্ষাৎ দেখ্‌ছো ওরা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছে—তবু পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি জানলে কি হবে—লোকে জানা চাই। লোকে জানুক, সাক্ষাৎ দেখুক যে প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ না করলে আমায় পাওয়া যায় না।

রাধা। তোমার ভাব তুমিই বোঝ ; এখন ভক্ত দুটী ভালয় ভালয় এসে পড়লে বাঁচি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকার সমুদ্রতীরস্থ কুটীর—পিপাজী, সীতা, পণ্ডিত ও ভক্তগণ।

১ম পণ্ডিত। শ্রীদ্বারকাধামে এখনও নিত্য কৃষ্ণলীলা হয় আপনাকে কে বল্‌লে?

পিপাজী। শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন—এখনও বলেন, কিন্তু কেবল নিদ্রিতাবস্থায় দেখা পাই, জাগলেই পালিয়ে যান।

২য় পণ্ডিত। হাঁ মা! ইনি রাত্রিতে সুস্থভাবে নিদ্রা যান ত?

সীতা। নিদ্রা যান বটে কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কখনও হাসেন, কখনও কাদেন—যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা কইচেন।

২য় পণ্ডিত। বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির চরম সীমা—ধন্য! ধন্য!

পিপাজী। আমার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেছেন, তাঁকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন—দয়া ক'রে বলুন।

১ম পণ্ডিত। আপনি অন্যায় বল্‌ছেন যে—যদুবংশ ধ্বংস হ'য়েছে, কৃষ্ণও সেই সঙ্গে গিয়েছেন—আপনি কি জানেন না?

পিপাজী। শ্রীকৃষ্ণ ধ্বংস হয়েচেন ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে কি ক'রে? অমন নিদারুণ কথা মুখে এনো না, মুখে এনো না!

১ম পণ্ডিত। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে ব'লে কি শ্রীকৃষ্ণ নাশপ্রাপ্ত হয়েছেন—তা নয়! মহাভারতে লিখেছে যে দ্বাপরের লীলা সমাপ্ত ক'রে তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন, এখন সেই সমুদ্রমধ্যেই আছেন।

পিপাজী। ধিক্ ধিক্—এতদিন এ সামান্য কথা বুঝতে পারিনি! শ্রীকৃষ্ণ আমার যে সাগরের মধ্যে রয়েছেন! তাতেই ত সাগর তাঁর

অনুপম নীলবর্ণ লাভ ক'রেছে! তাতেই ত সাগর সর্ব্বদা প্রেমের লহরীতে পরিপূর্ণ রয়েছে! তাতেই ত সাগর প্রেমাশ্রু বর্ষণ ক'রে ক'রে লবণাক্ত হয়েছে! তাতেই ত সাগর অনন্ত অনাহত উদ্দাম সুরে গান ধ'রেছে—সে গানের স্বর কখনও থামে না! আর আমাকে কে নিবারণ করবে—আমি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ ক'রে আমার চির সাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবো!

(বেগে সমুদ্রের দিকে প্রস্থান)।

সকলে। ধর, ধর—সাধু বুঝি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন।

সীতা। নাথ! সহধর্ম্মিণী ব'লে দয়া ক'রে সুখ দুঃখ সকলের ভাগ তোমার দাসীকে দিয়েছ আর পরম ধন কৃষ্ণকে লাভ করবার সময় দাসীকে ফেলে একলা যাবে? তা কখনই হবে না, আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে!

(পিপাজীর পশ্চাৎ ধাবন)।

সকলে। আরে স্ত্রীহত্যা হয়—ধর ধর; দু'জনকেই নিবারণ কর।

পিপাজী। আর নিবারণ করবে কি—ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ ডাকছেন, বলছেন দ্বারকায় নিত্য লীলা হয় দেখ্‌বি আয়! আয়!

(পিপাজী ও সীতার সমুদ্রে ঝম্প প্রদান)।

১ম পণ্ডিত। আহাহা! পাগলটার শেষটা অপঘাত মৃত্যু হল! সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীহত্যা!

২য় পণ্ডিত। জীবন্মুক্ত ভক্তের জীর্ণবাসতুল্য দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন!

১ম নাগরিক। ডুবুরি নামিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করলে হয় না?

২য় নাগরিক। এখন ভাঁটার টান, কুটো পড়্‌লে দু'খানা হয়ে যায়—ওখানে কে যাবে? আর আজকাল হাঙ্গরের বড় ভয়!

নবীন শেঠ। বাবা! মা! আমার মরা ছেলের তোমরা প্রাণ দিলে—আমার হারানিধি তোমাদের কৃপায় ফিরে পেলাম—কিন্তু আমি অধম সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকেও তোমাদের ধ'রে রাখলাম না! হায় হায়! আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞের কি দণ্ড হবে? দেখ ভাই সকল, যাঁরা এই মুহূর্ত্তে সকলের সাম্‌নে দ্বারকা অন্ধকার করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন তাঁরা সামান্য মানুষ নন্—তাঁরা দেবতা। তাঁদের ঐ শূন্য কুটীর যেখানে, সেখানে আমি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দেবো, বিগ্রহ স্থাপন কর্‌বো—নিত্য পূজার, নিত্য সাধু-সেবার ব্যবস্থা করবো। তোমরা সকলে আমার এই উদ্যমে সাহায্য কোরো!

সকলে। অবশ্য অবশ্য! জয় সাধুজীর জয়! জয় দেবী-মা-জীর জয়! জয় ভক্ত নবীন শেঠজীর জয়!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—মোহনলালের বাসা—মোহনলাল ও গুণ্ডাগণ।

মোহনলাল। আমার টাকা ফিরে দাও।

গুণ্ডা। আমরা বরাবর হাত চিৎ করি, উপুড়হাত জানিনি।

মোহনলাল। কাজ কিছু কর্‌লে না, পয়সা নেবে কি জন্য?

গুণ্ডা। কাজ ত ফতে হয়েছে—সাধু ত দরিয়ার নীচে বিশ বাঁও জলে!

মোহনলাল। সে ত আর তোমরা করনি ?

গুণ্ডা। অনেক তদ্‌বির কর্‌তে হয়েছে—অনেক কল কাটি নাড়্‌তে হয়েছে ; নইলে সক ক'রে কি লোক সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় ? তুমি দাও দেখি ?

মোহনলাল। মাগীটাকে যে আমার বাসায় হাজির করবার কথা ছিল।

গুণ্ডা। তা তোমার বাসা আর যমের বাসা একই কথা। আর কোনও কাজটাজ আছে না সরে পড়বো ?

মোহনলাল। এখন যাও, একটু পরে এসো, বল্‌বো।

[গুণ্ডাগণের প্রস্থান ও শীতলচাঁদের প্রবেশ।

শীতলচাঁদ। এই নাও খাঁটি মাল—গাঙ্গরোলের চৌদ্দপুরুষ কখনও দেখেনি ; একটু মুখে দিয়েছি, পেট অবধি যেন আদর ক'রে জ্বলন্ত আঙ্গ্‌রা বুলিয়ে দিলে।

মোহনলাল। সাবাস, সাবাস ! এই গুণেই বোধ হয় বলরাম দ্বারকায় মজে ছিলেন ! ঢাল ! ঢাল !

শীতলচাঁদ। (ঢালিয়া মগুদান)।

মোহনলাল। (পান করিয়া) তোফা তোফা ; তা শালা মদ আন্‌লে চাট আন্‌তে হয় তা জানিস্‌ না ?

শীতলচাঁদ। তাও কি আনিনি—এই নাও—

(চাট প্রদানোদ্যম)

মোহনলাল। (শীতলচাঁদের গালে চপেটাঘাত করিয়া) শালা আমার সঙ্গে এত কাল থেকে এই বুঝেছ চাটের মর্ম্ম !

শীতলচাঁদ। ওঃ জ্যান্ত চাটের কথা বল্‌চো—তা—তা—

(দুই জন পুরুষের প্রবেশ)

মোহনলাল। এই যে ছিরু গুণ্ডার লোক এসেছে, কিহে কাজ করতে পার বল্‌ছিলে না ?

আগত ১ম ব্যক্তি। (দ্বিতীয়ের কাণে কাণে কথা বলিয়া) কি কাজ বল না, আমরা ত কাজের জন্যই এসেছি।

মোহনলাল। বলি, তোমাদের দেশে কি বোতল ডিগ্‌বাজি খায় ?

আগত ১ম ব্যক্তি। সে কি কথা ?

মোহনলাল। তোমাদের মুল্লুকে গেলাস কি ওড়ে ?

আগত ১ম ব্যক্তি। কেন ?

মোহনলাল। তা না হলে এই ভদ্রলোক বোতল গেলাস আন্‌লে আর বোতল ওলটাবার আর গেলাস মুখে তোল্‌বার হাত একখানাও আন্‌লে না ?

আগত ১ম ব্যক্তি। ওঃ মদ ঢাল্‌বার কথা বল্‌ছো—তা আমিই নয় ঢেলে দিচ্চি।

মোহনলাল। কেন বাবা বদ্দিনাথের এঁড়ে—এদেশে কি নই চাচুর নেই বাবা ?

আগত ১ম ব্যক্তি। (জোর করিয়া বোতল ও গেলাস লইয়া মদ ঢালিবার ভান করিতে করিতে জানালা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল)।

শীতলচাঁদ। সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে—অমন মাল, কত খুঁজে খুঁজে এনেছিলুম।

আগত ১ম ব্যক্তি। এই তোমরাই ত বলছিলে যে এদেশের বোতল ডিগবাজী খায় আর গেলাস ওড়ে।

মোহনলাল। (সক্রোধে) গুণ্ডাই হও আর যাই হও শালা তোমার দাড়ি আজ উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো। (মোহনলাল কর্তৃক আগত প্রথম ব্যক্তির দাড়ি আকর্ষণ, দাড়ি খুলিয়া যাওয়ায় ও উপরের কাপড় ত্যাগ করায় ঐ ব্যক্তির জানকীরূপে প্রকাশ, তাহার সহচরেরও রেবতী-রূপে প্রকাশ)।

জানকী। যে দিন যমুনা রাজবাড়ীর বাগানে বাঁদর নাচিয়েছিল, মনে ক'রেছিলুম সে দিন থেকে এসব ছাড়বে। তা আমার অদৃষ্ট, কি করবো ?

মোহনলাল। আঁ্যা তোমরা এখানে কি ক'রে এলে ? সন্ধান করলে কি ক'রে ?

জানকী। তুমি কি ভেবেছ যে তুমি বনে বনে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে আর আমি বাড়ীতে সুখে কাল কাটাবো ? তুমি আমাকে চাও না কিন্তু আমার যে তুমি ছাড়া গতি নাই। তুমি যেখানে যাবে যা করবে তোমার পাশেই আমার স্থান। ভাল খাবার এনেচি—মুখ হাত ধুয়ে, কিছু খেয়ে শোবে চল। ঘুম না আসে ব'সে পাখার বাতাস দেব, শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়বে।

[মোহনলালকে লইয়া জানকীর প্রস্থান।

রেবতী। আমি ত আর তোর বিয়ে করা মাগ নয়রে মুখপোড়া যে অমনি অমনি ছাড়বো। গলায় গামছা দিয়ে কোতওয়াল টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ত ফেলেছিল—পাঁচজন ভদ্রলোকের হাতে পায়ে ধ'রে মড়াকে

বাঁচিয়েছিলাম কি এই কর্‌তে গা! আজ হাড় এক ঠেঙে, মাস এক ঠেঙে ক'রে তবে ছাড়বো!

(শীতলচাঁদকে প্রহার)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও গোপিকাগণ।

রাধা। বোধ হয় গরুড় ঠিক সময়ে যেতে পারেনি, তাদের হয় ত যমদূতে নিয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার হুকুম যম অমান্য কর্‌বে?

রাধা। তবে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার যে সব তাড়াতাড়ি; গরুড় আবার একটু খেলা ধুলো ভাল বাসে কি না—হয় ত সাজিয়ে গুজিয়ে আন্‌চে।

রাধা। বৃন্দে, তুই না হয় একটু এগিয়ে দেখ্‌না ভাই।

বৃন্দা। আর দেখ্‌তে হবে না তারা আস্‌চে।

(গরুড়ের সঙ্গে গান করিতে করিতে পুষ্পবিভূষিত পিপাজী ও সীতার প্রবেশ)।

পিপাজী ও সীতা। গান।

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদ-পুষ্প জিনি বরণ
তরুণারুণ যুত কমলদলারুণ
মঞ্জীর-রঞ্জিত চরণ!

হের হের নাগর রাজ বিরাজে
সুধই সুধারস হাস বিভব হেরি
চাঁদ মলিন ভেল লাজে!
ইন্দীবরকহি গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে
বাহু ভুজগ পাশে বাঁধল কুলবতী
টুটল সকলহি বাঁধে! (বৈষ্ণব কবি)

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত-দম্পতি, তোমাদের ভক্তিতে আমি বিশেষ তুষ্ট হয়েছি।

পিপাজী। দয়াময় তোমার দয়ার সীমা নাই; অপার দয়া না হলে কি আমাদের ন্যায় অধম চরণ দর্শন লাভ করতে পারে?

সীতা। আশীর্ব্বাদ কর প্রভু যেন এ দর্শনামৃত পানে কখনও বঞ্চিত না হই।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ তা আপাততঃ কিছুদিন থাকবে বৈকি!

পিপাজী। কিছুদিন কি প্রভু, তার পর কি আবার স্থানান্তরে যেতে হবে—অমন নিদারুণ আজ্ঞা করলে বুক ফেটে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। না—না—উতলা হয়ো না, আমার কথা মন দিয়ে শোন; তোমরা ভক্তিগুণে আমায় কিনেছ—তোমাদের অনন্তকাল বৈকুণ্ঠবাস কেউ ঘোচাতে পারবে না; তবে আপাততঃ আমার একটা কাজের জন্য তোমাদের আবার কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে।

পিপাজী। কি কার্য্য নারায়ণ? আজ্ঞাদানে অধমকে কৃতার্থ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের দ্বারকাধামের পুনঃ প্রকাশ করতে হবে।

লোকে যে বলে দ্বারকা এখন কৃষ্ণহীন, কৃষ্ণ সমুদ্রে আশ্রয় লয়েছেন সে কথা ঠিক নয়। দ্বারকা আমার প্রিয় ক্ষেত্র, যদুবংশধ্বংস, সাগর-প্রবেশ এ সকল আমার মায়া মাত্র। তুমি দ্বারকায় গিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে আমার মূর্ত্তি স্থাপিত করলে আমি সর্ব্বদাই সেখানে অধিষ্ঠিত থাকবো।

পিপাজী। ভগবানের আদেশে কৃতার্থ হ'লাম—যথাসাধ্য আজ্ঞা পালন করতে কোনও মতে ত্রুটি হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, তোমার অংশ এই সাধ্বী ভক্তিমতী মানবীর মধ্যে বর্ত্তমান দেখ্‌ছি—তাই বুঝি ওর জন্য ব্যস্ত হয়েছিলে ?

রাধা। ওরা তোমার মধুর নাম করে ব'লে আমাদের সকলের প্রিয়—করত আবার কৃষ্ণনাম তোমরা; আমার সখীরাও যোগ দেবে এখন।

সকলে। গীত।

নন্দ-নন্দন চন্দ চন্দনগন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্দর নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলকামিনী কন্ত
কুসুম রঞ্জন মঞ্জুল গঞ্জন
কুঞ্জ মন্দির সন্ত
গণ্ড মণ্ডল চলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত
কুলকামিনী দণ্ড!

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

দ্বারকা, সমুদ্রতীর—নবীন শেঠ, মন্দির নির্ম্মাতৃগণ, নাগরিকগণ ।

নবীন শেঠ । দেখো, এধারটা সব সাদা পাথরেরই কর, কেবল থামগুলো কাল পাথরের হবে ।

১ম নাগরিক । শেঠজি এলাহি কাণ্ড কারখানা লাগিয়ে দিয়েছেন—আস্তের সাদা পাথর ! শ্রীমূর্ত্তির সিংহাসনে যে হীরা মতি এক ধার থেকে ঢেলেচেন !

নবীন শেঠ । ভাই, একাজে আমার সর্ব্বস্ব দিলেও যথেষ্ট হয় না ! আমার আঁধার ঘরের দীপ ত নিবেই গেছলো—কেবল সেই সাধুর পায়ের ধুলোতেই ত আবার জ্বলেছে ।

[একজনকারিকরের বেগে প্রবেশ ।

কারিকর । (অত্যন্ত ভয়ের সহিত) বাবারে বাবা—ভূত-পেত্নী—ওইরে বাবা—(চক্ষু ঢাকিয়া উপবেশন) ।

নবীন শেঠ । ব্যাপার কি রে ? ব্যাপার কি ? ওঃ ব্যাটা যে থর থর করে কাঁপচে !

কারিকর । তালগাছ প্রমাণ বাবা—তাল গাছ প্রমাণ ; তেড়ে আসছে—বোধ হয় এক্ষুণি এসে ঘাড় মট্‌কাবে ।

১ম নাগরিক । (কারিকরকে নাড়া দিয়া) ঘাড় মট্‌কাবে কিরে ?

কারিকর । রাম, রাম—রাম রাম—রাম রাম—

১ম নাগরিক । আ মোলো ব্যাটাকে ভূতে পেলে নাকি ?

কারিকর। আগুতে গুড় মুল্লি পেছুতে পা—পষ্ট দেখেছি বাবা; খোনা খোনা কথা নিজের কাণে শুনেছি বাবা!

নবীন শেঠ। ব্যাটা দিনে দু'পুরে কি দেখে অমন কর্‌ছিস্‌; ওঠ এত লোকের মাঝে তোর ভয় কি?

কারিকর। (উঠিয়াই দূরে সমুদ্রের দিকে দেখিয়া) ওরে বাবা, ওই যে আস্‌ছে—ওই—ওই—

(অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া অচৈতন্য হইয়া পতন)

নবীন শেঠ। তাই ত—ওরা কারা; সেই সাধু না?

১ম নাগরিক। (ভীত হইয়া) শেঠজি, লোকটা যা বল্‌ছিলো মিথ্যা নয়; গতিক বড় সুবিধা নয়, আসুন সরে পড়া যাক্‌।

নবীন শেঠ। ওঁর সঙ্গে কে ওঁর পত্নী না?

১ম নাগরিক। পত্নী আর বলি কি ক'রে, পত্নী ত সাগরের গর্ভে; ভাল চাও ত মার সট্‌কান—পত্নী নয় ও পেত্নী, পেত্নী! (পলায়ন)

অন্য নাগরিকগণ। তাই ত রে বাবা, এযে বড় আজগুবি ব্যাপার—পালা, পালা!

নবীন শেঠ। আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, দেখে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্চে, কিন্তু তোমরা সকলে পালাচ্চ কেন? আমি থাক্‌চি, জিজ্ঞাসা ক'রে সব বৃত্তান্ত জান্‌চি; তোমরা কয়েকজন অন্ততঃ থাক না।

কয়েকজন ব্রাহ্মণ। বেশ আমরা থাক্‌চি; (নেপথ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওই ত ওঁরা এলেন, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[পিপাজী ও সীতার প্রবেশ।

নবীন শেঠ। ঠাকুর, আপনাদের দেখে এখানকার লোক সব প্রেত ব'লে ভয় করচে, আপনারা কারা বলুন ত?

পিপাজী। কেন বাবা, আমরা ত এই কদিন হল গেচি, চিন্‌তে পার্‌চো না।

নবীনশেঠ। তাত পার্‌চি, আপনারা কোথায় গেছলেন?

পিপাজী। তোমরাই ত ব'লে দিয়েছিলে যে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রগর্ভে আছেন—তাঁকে পরিজন সহিত দর্শন করে এলাম।

নবীন শেঠ। ফিরলেন কেন?

পিপাজী। তাঁরই আজ্ঞায়—তিনি এই দ্বারকায় আবার অধিষ্ঠিত হবেন, আমায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ক'রে সব আয়োজন ক'রতে আদেশ করেছেন।

নবীন শেঠ। আপনার পূর্ব্বের কথা সব মনে আছে?

পিপাজী। তা আর নেই—আহা, তোমার সে ছেলেটি কেমন আছে বাবা!

নবীন শেঠ। (পিপাজীর পদতলে পড়িয়া) ঠাকুর, ঠাকুর, সশরীরে বৈকুণ্ঠে গিয়ে সপরিজন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে এসেছ! মা তুমিও তাই ক'রেছ! আমরা সামান্য জীব, আমরা ভগবানের মর্ম্ম কি বুঝবো, তোমরাই আমাদের দেবতা!

অন্য সকলে। তোমরাই আমাদের দেবতা! তোমরাই আমাদের দেবতা!

(পদতলে পতন)

নবীন শেঠ। এই মন্দির নির্ম্মাণ কর্‌ছি, তোমাদের মূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে চিরকাল পূজা করবো ব'লে।

পিপাজী। (সকলকে তুলিয়া) দেখ আমরা তোমাদেরই মত দীনহীন মানুষ, ওরকম ক'র্‌লে আমাদের অপরাধ হয়। এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সকলে মিলে স্থাপিত ক'রবো।

নবীন শেঠ। সে যা হয় হবে, আপনারা এই মন্দিরে আপাততঃ অবস্থান করুন। আমি যাই, দ্বারকাবাসিগণকে তাদের পরম সৌভাগ্য জানাইগে। জান্‌তে পার্‌লেই তারা দলে দলে এসে শ্রীচরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হবে।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—মোহনরামের বাসা-বাটী—জানকী ও সীতা।

সীতা। জানকি দিদি, প্রাণ খুলে শ্রীকৃষ্ণের পায় প্রার্থনা কর্‌ছি, তোমার মঙ্গল হবে; তুমি মন খারাপ ক'রো না!

জানকী। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশ, তোমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে না। কিন্তু ব্যবহার দেখেত আর মনে হয় না যে মতি গতি ফিরবে।

সীতা। শ্রীকৃষ্ণের দয়া হ'লে কি না হয়? তিনি তোমাকে চির-দুঃখিনী কখনও কর্‌বেন না।

জানকী। এখন ত এজায়গা ছেড়ে কোনও রকমে যেতে চান না।

সীতা। কেন?

জানকী। তোমাদের উপর রাগ, তোমাদের দু'জনের সর্ব্বনাশ করবেন।

সীতা। তা আমি তার উপায় কর্‌ছি। আমরা চুপি চুপি এক দিকে পালিয়ে যাই, তা হ'লে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে ঘরে ফিরবে, শ্রীকৃষ্ণ সুমতি দেবেন।

জানকী। তোমরা এ দ্বারকা ছেড়ে যাবে কি ক'রে? এখানকার ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সকলেই যে তোমাদের পরম ভক্ত, তোমাদের নামে পাগল।

সীতা। আমরা কি সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার এক সংসারে আবদ্ধ হবার জন্য? বিশেষ আমরা এস্থান ছেড়ে গেলে যখন তোমাদের উপকার হয় তখন নিশ্চয়ই যাব। আজই গিয়ে ওঁকে বলছি, কখনও অমত কর্‌বেন না।

জানকী। ভাই, তুমি দেবতা না মানুষ? পায়ের ধূলো দাও।

(পদধূলি গ্রহণ)

নবম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—পিপাজীর আশ্রম ; পিপাজী, সীতা ও ভক্তগণ।

পিপাজী। তোমাদের যার যা কাজ, তা ব'লে দিলাম ; সকলে দেখো শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বা দেবস্থানের অন্য কাজে যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

নবীন শেঠ। আমরা ত আছিই ; আর আপনারা স্বয়ং যখন সকলের মাথার উপরে থেকে দেব-কার্য্য পরিচালন করবেন—তখন ত্রুটি হবে কি ক'রে?

পিপাজী। তা বাপু আমরা কি চিরকালই থাক্‌বো?

সীতা। আমাদের অন্য তীর্থ সকল দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

শরীরের কবে কি হয় বলা যায় না, শক্তি থাকতে থাকতে ভগবানের যত রূপ, যত লীলাস্থল দেখা হয় ততই মঙ্গল।

১ম নাগরিক। আপনারা গেলে আমাদের গতি কি হবে?

পিপাজী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম অহর্নিশি কর্‌বে, কোনও বিঘ্ন হবে না।

২য় নাগরিক। কোথা যাবেন, কবে যাবেন?

পিপাজী। দেখ, সে সব কথা আমরা কাকেও বল্‌বো না। যেদিন ভগবানের আজ্ঞা পাবো, রাত্রিকালে চ'লে যাবো। নিতান্ত না ব'লে গেলে তোমরা মিছামিছি খোঁজা খুঁজি ক'রবে তাই ব'ল্‌লাম।

নবীন শেঠ। বুঝেছি, আমাদের সৌভাগ্য ফুরিয়েছে; যথার্থ সাধু-সেবা, সাধুসঙ্গ আমাদের কপালে আর নাই। যা হোক ঠাকুর, যেখানে থাক আমাদের ভুলো না। মা, তুমিও সন্তানদের মাঝে মাঝে মনে ক'রো।

সীতা। সে কি বাবা, তোমাদের সর্ব্বদাই মনে ক'রবো—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাছে সর্ব্বদাই তোমাদের মঙ্গল কামনা ক'রবো। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা তোমাদের রক্ষক হ'য়ে রইলেন, তোমাদের ভাবনা কি?

নবীন শেঠ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা, আমরা যে জীবন্ত রাধাকৃষ্ণের সেবার অধিকারী হয়েছিলাম! আমাদের মতন অধমে কি বিগ্রহকে জাগরিত ক'রে তাঁর সেবার অধিকারী হ'তে পারে?

সীতা। বাবা, তোমরা পরম ভক্ত, তোমাদের সব ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ক'র্‌বেন। আজ নগরে মহাসংকীর্ত্তন হবে, যাও, তার আয়োজন সকলে মিলে করগে।

সকলে। জয় শ্রীপিপাজীর জয়, জয় শ্রীসীতাজীর জয়।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—শ্রীধর ব্রাহ্মণের গৃহ—শ্রীধর ও ব্রাহ্মণী।

শ্রীধর। নূতন কাপড়খানা প'রে দিব্য দেখাচ্চে : বৈষ্ণবী ত নয় যেন রাজরাণী!

ব্রাহ্মণী। কোথায় পেলে বলনা ; শেষকালে কি আমার জন্য চুরি ডাকাতি আরম্ভ ক'র্‌লে নাকি?

শ্রীধর। না রে ক্ষেপি না ; কাল সকালে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষায় গিয়েছিলাম, সে দিয়েছে।

ব্রাহ্মণী। হঠাৎ এমন কাপড়খানা দিলে?

শ্রীধর। বল্‌লে যে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে ; সে লোকটা আমার অনেক দিন থেকে জানা, হরিনাম শুন্‌তে বড় ভালবাসে।

ব্রাহ্মণী। তুমি নিলে কেন?

শ্রীধর। না নিলে বড় দুঃখ কর্‌তো ; সোণার দু'গাছা বালা দেবার জন্য বড় জেদ করছিলো, আমি কোনও মতে নিলুম না।

ব্রাহ্মণী। বেশ করেছ ; পরম ধন কৃষ্ণনাম নিয়ে থাকি আমরা—সোণা রূপায় কি দরকার?

শ্রীধর। কাপড়খানা নিলাম এই ব'লে যে, তোমার কাপড় ত সব ছিঁড়ে গেছে, নেই বল্লেই হয়। ভাবলুম ভগবান্ দয়া ক'রে দিচ্চেন।

ব্রাহ্মণী। তা সত্যি—কাপড় মোটেই ছিল না। যাই রান্নার চেষ্টা

করিগে। যা চা'ল ডাল আছে—তুজনের পূরো না হ'লেও কোনও রকমে আধপেটা হবে।

শ্রীধর। আচ্ছা তাই কর, আমিও গীতগোবিন্দ পুঁথিখানার যেটুকু লিখতে বাকী আছে সেরে ফেলি।

(ব্রাহ্মণীর প্রস্থান ও শ্রীধরের পুঁথি পাড়িয়া লিখনে মনোনিবেশ ; কিয়ৎকাল পরে পিপাজী ও সীতার প্রবেশ)

পিপাজী। জয় রাধেকৃষ্ণ! এই কি ভক্তচূড়ামণি শ্রীধরের বাড়ী?

শ্রীধর। গোবিন্দ! গোবিন্দ! আজ্ঞে দাসের নামই শ্রীধর—বৈষ্ণবের দাস, কীটাণুকীট।

পিপাজী। আহা! দর্শনে বড় আনন্দ হল; অনেক লোকের মুখে আপনার গুণের কথা শুনেছি, আজ চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

শ্রীধর। আপনারা এখানে নূতন এসেছেন—বসুন, বসুন; শ্রীকৃষ্ণের অসীম দয়া তাই আপনাদের মত অতিথির সেবা করবার অবসর দিলেন। আমি গৃহিণীকে এই আনন্দের সংবাদ দিয়ে, হাত মুখ ধোবার জল আনতে বলি, আপনারা একটু ব'সে বিশ্রাম করুন।

পিপাজী। বেশ, বেশ।

(পিপাজী ও সীতার উপবেশন, শ্রীধরের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীধরের বাড়ীর নিভৃত কক্ষ—শ্রীধর ও ব্রাহ্মণী।

শ্রীধর। বড়ই পথশ্রান্ত হয়েছিলেন, স্নান ক'রে মিছরির পানাটুকু পান ক'রে তু'জনেই সুস্থ হয়েচেন।

ব্রাহ্মণী। তা ত হ'ল এখন অন্নসেবার উপায় ?

শ্রীধর। তাইত : এসময়ে ভিক্ষাও ত সহজে মিল্‌বে না। হায় ভগবান্, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি কি উপবাসী থাক্‌বে ?

ব্রাহ্মণী। এক কাজ করনা ?

শ্রীধর। কি ?

ব্রাহ্মণী। আমার এই কাপড়খানা নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রী কর : তাতে যা পাও, তা দিয়ে অতিথি-সেবার সামগ্রী নিয়ে এস।

শ্রীধর। তাও কি হয় ?

ব্রাহ্মণী। কেন হবে না—তুমিই ত বল অতিথি সর্ব্বদেবময়, অতিথি-সেবার তুল্য ধর্ম্ম নাই।

শ্রীধর। তোমার যে মোটেই আর কাপড় নেই, পর্‌বে কি ?

ব্রাহ্মণী। ছেঁড়া ন্যাকড়া চোকড়া দেখে পর্‌বো এখন। রান্নাঘরে রাঁধবো বই ত নয়, কারো সামনে না বেরুলেই হলো।

শ্রীধর। কতদিন অমনভাবে থাক্‌বে ?

ব্রাহ্মণী। ভগবান্ কি আর চিরকাল এমনি রাখবেন, আবার যখন কাপড় দেবেন প'রে লোকের সামনে বেরুবো।

শ্রীধর। না—না ; আমি যাই অন্য চেষ্টা দেখিগে।

ব্রাহ্মণী। সে কি হয় ? নিজেরা একদিন খেলুম না খেলুম কিছু এসে যায় না ; কিন্তু অতিথিসেবা কি অমন অনিশ্চিত রাখলে চলে।

শ্রীধর। তাও ত বটে।

ব্রাহ্মণী। তুমি আর ইতস্ততঃ ক'রোনা ; আমি আড়ালে যাই।

এমন ন্যাকড়াও নেই যে পরে তোমার কাছে আস্‌বো। আড়াল থেকে কাপড়খানা ফেলে দেব, নিয়ে যেও।

শ্রীধর। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ!

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান ও অন্তরাল হইতে বস্ত্র নিক্ষেপ।

শ্রীধর। (বস্ত্রখানি পাট করিতে করিতে) কাপড়খানা বেচে অন্ততঃ দু' টাকা পাবো—তাতে অতিথি সেবার যথেষ্ট হবে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীধরের বাড়ীর রোয়াক ; শ্রীধর, পিপাজী ও সীতা।

শ্রীধর। অনেক বিলম্ব হল, আপনাদের বড়ই কষ্ট হয়েছে ; অনুগ্রহ ক'রে সেবায় বসুন।

পিপাজী। তাও কি হয়? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সকলে একত্র গ্রহণ ক'রবো!

শ্রীধর। আমাদের পরে হবে এখন, আপনারা বসুন।

সীতা। আপনার ব্রাহ্মণী সঙ্গে না ব'সলে আমি কথনই ব'সবো না।

শ্রীধর। তা—তা—ব্রাহ্মণী ত এখানে আস্‌তে পারবেন না।

সীতা। কেন, কোনও অসুখ হয়নি ত! এই তৃ আমাদের স্নানের উদ্যোগ ক'রে দিয়ে জলপানের ব্যবস্থা ক'রলেন ; আহা, অমন মানুষ কি হয়!

পিপাজী। শ্রীধর ঠাকুর, আমার বিশেষ অনুরোধ—একত্র প্রসাদ গ্রহণ ক'রবো—সে আনন্দে আমাদের বঞ্চিত ক'রবেন না।

শ্রীধর। হ্যাঁ—ব্রাহ্মণী—যে—যে—

সীতা। আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস দাসী, তাতে আর লজ্জা কি? আমি যাই, আপনার ব্রাহ্মণীকে ধরে আনি। আমি ডাক্‌লে তিনি না এসে থাক্‌তে পারবেন না।

[প্রস্থান

পিপাজী। বিস্তর আয়োজন ক'রেছেন যে, এত অন্ন ব্যঞ্জন, এমন উৎকৃষ্ট সব সামগ্রী!

শ্রীধর। আমরা ভিক্ষুক, সঞ্চয়ে অনধিকারী; যে দিন শ্রীকৃষ্ণ যা দেন!

পিপাজী। এত উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজনে আমার অভিরুচি হয় না।

শ্রীধর। দু' একদিন অপ্রার্থিত ভাবে এলে যদি ভোজন করা যায় তাতে দোষ কি? আসক্তি না হলেই হ'ল।

পিপাজী। তা ঠিক, তবে মাত্রা-স্পর্শ থেকেই ত আসক্তি জন্মে।

শ্রীধর। সত্য বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সবই সমান—ভাল মন্দ নাই—এই বিবেচনা ক'রে গ্রহণ করলেই হয়।

পিপাজী। সমত্ব ভাব হলে ত কোন গোলই থাকে না; তবে সমত্ব ভাব লাভ করা যে কঠিন।

(ব্রাহ্মণীকে লইয়া সীতার প্রবেশ)

সীতা। এই জন্য আপনি বল্‌ছিলেন যে ব্রাহ্মণী আস্‌তে পারবেন না? নিজের একমাত্র পরণের শাড়িখানি বেচে অতিথি-সেবার উদ্যোগ ক'রেছেন! ধন্য এঁর কৃষ্ণভক্তি, ধন্য আপনাদের অতিথিসেবা!

আপনাদেরই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সার্থক। নগ্নপ্রায় হয়ে ডোলের মধ্যে লুকিয়ে ব'সেছিলেন; আমার শাড়ির আধখানা দিতে তবে প'রে বেরিয়ে এলেন।

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে অবস্থান)।

শ্রীধর। অতিথির জন্য ত্যাগ স্বীকার ত সকলের কর্ত্তব্য। আপনি যে অকাতরে নিজের পরণের আধখানা কাপড় ছিঁড়ে ওঁকে পরিয়েছেন, এতে আপনার অসীম দয়া ও সৌজন্য প্রকাশিত হ'ল।

পিপাজী। ধন্য বৈষ্ণবের সংসার! আপনাদের সান্নিধ্যে আমরা আজ পবিত্র হ'লাম।

শ্রীধর। কথায় কথায় বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এল—এখন সেবায় বসুন।

পিপাজী। হাঁ, আর কোনও আপত্তি নাই, আসুন সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ধারণ করি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীধর বৈষ্ণবের গৃহ; অতিথির শয়ন কক্ষ, পিপাজী ও সীতা—
অন্তরালে মোহনরাম।

সীতা। আর কতদিন এখানে বাস করবে?

পিপাজী। বৃন্দাবন ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে কোনও মতেই ইচ্ছা হয় না।

সীতা। বৃন্দাবন ত্যাগের কথা বল্‌ছি না—এই ব্রাহ্মণের ঘর ছেড়ে অন্যত্র গেলে হয় না?

পিপাজী। আহা, এঁদের কৃষ্ণ-প্রীতি, ভক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যা, হরিনাম-গান ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছা হয়; যেন অমৃত-হ্রদে ডুবিয়ে রেখেছে।

সীতা। সে অপূর্ব্ব আনন্দ ত আমিও অনুভব করি, কিন্তু এঁদের অতি দরিদ্র অবস্থা: অধিককাল এঁদের বাড়ীতে থাক্‌লে এঁদের কষ্ট দেওয়া হয়।

পিপাজী। তা বটে: শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও কালে এঁদের প্রচুর অর্থ দেন, তা হলে বৃন্দাবনে অতিথির আর কোনও কষ্ট থাক্‌বে না।

সীতা। দেখ আজ সকালে যমুনায় স্নান কর্‌তে গিয়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছিলাম—তুমি অর্থের কথা বল্‌তে মনে প'ড়লো।

পিপাজী। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য? জলে নিজের ছায়া দেখেছিলে বুঝি?

সীতা। না তামাসা নয়—কালীয় ঘাটের বাঁ ধারে যে একটা প্রকাণ্ড নিম গাছ আছে না—তার তলায় মাটিতে পোঁতা একটা কলসী দেখে-ছিলাম: ঢাকাটা খুলে দেখি যে সোণার মোহরে ভরা।

পিপাজী। বল কি! সোণার মোহর? কেউ নিয়ে যায় না?

সীতা। সে জায়গাটা পাতা লতায় আচ্ছন্ন—আমি দেখে আবার পাতালতা চাপা দিয়ে রেখেছি।

পিপাজী। আমি সকালে গিয়ে যদি পাই ত এনে শ্রীধরকে দেব।

মোহনরাম। (জনান্তিকে) বাহবা কি বাহবা! কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম বাবা, শীকারেরও পূরো সন্ধান পাওয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এক কলসী মোহর! এখনও এক প্রহর রাত আছে: যাই, মোহরের ঘড়াটা এই বেলা সরিয়ে ফেলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকিগে। বুড়ো

ব্যাটা ভোর থাক্‌তে নিশ্চয় যাবে—সেই সময়ে এক লাঠিতে সাবাড় ক'রে যমুনায় ভাসিয়ে দেব। তার পর সীতে ছুঁড়ীর গুমর ভাঙ্গতে কতক্ষণ ?

—০—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর—মোহনরাম একাকী।

মোহনরাম। এই ত কালীয় ঘাট, এই ত সে বড় নিমগাছ! সীতে ছুঁড়ী একগুঁয়ে ব'লে মাঝে মাঝে রাগ করি, কিন্তু ওই আমার লক্ষ্মী। কাল খবর এল যে মনোরঞ্জন ব্যাটা আমার জমি জমা মাল পত্র সব বেচে বাকী শুল্ক সব আদার করেচে—আর আজ সীতের কল্যাণে এক ঘড়া মোহর। এই টাকাটা পেলেই একবার গাঙ্গরোলে গিয়ে মনোরঞ্জনের রাজাগিরি বার করতে হবে! হালা আমার কি মহাআজা গো! বুড়োটাকে সাবাড় ক'রে সীতেটাকে বেশ কাবু ক'রে পোষমানিয়ে গাঙ্গরোলে যাব। এই যে গাছতলায় লতাপাতা; সীতে কি মিথ্যে বল্‌বার মেয়ে মানুষ! (লতাপাতা সরাইয়া ভূমি পরিষ্কার করণ) উঃ লতার গোড়াগুলো কি শক্ত—কাঁটায় হাত রক্তারক্তি হয়ে গেল! বাহ! বাহ! এই যে কলসীর মুখের ঢাকা! সীতে কি আমার মিথ্যে বল্‌বার মেয়েমানুষ! কলসীর চার ধারটা একটু বেশী ক'রে খুঁড়ি—এক কলসী মোহর, ভারি জিনিস, কলসী যদি ফেঁসে যায় ত মোহরগুলো ছড়িয়ে প'ড়বে। (কলসীর চারি পাশে খনন) জমীগুলো যারা কিনেছে তাদের ঠেঙে ফিরে নেবো; কিছু টাকা নিয়ে দেয় ভাল না হয় লাঠির গুঁতোর চোটে আদায় ক'রবো। এই যে কলসীটা এবার

বেশ টেনে বার করা যাবে--বাহ, বাহ, দিব্যি বড় কলসী! (উঠাইয়া অন্য স্থানে রাখিয়া) ভারিও যে খুব! ওঃ মুখটা আবার যত্ন ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে! খুলে দেখি, খুলে দেখি! (কলসীর মুখের ঢাকা অপসারণ, কলসীর মধ্য হইতে প্রকাণ্ড সর্পের ফণা উত্তোলন ও পুনরায় কলসীর মধ্যে প্রবেশ; কলসীর মুখ চাপা দিয়া ভয়ে মোহনরামের দূরে পলায়ন) বাবারে বাবা এ যে প্রকাণ্ড কাল সাপ! ওঃ সাপিনী সাতার কি ভয়ানক বুদ্ধি: আমাকে মারবার জন্য এই ফিকির ক'রেছে! ওর একটা ছোবলে যে এখনই সব শেষ হত—ছোবলেরও দরকার হত না—একটা নিশ্বাস লাগলেই সব ফরসা হত। আচ্ছা দেখা যাক্ কার কত বুদ্ধি, কে কাকে মারতে পারে! ওই হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে সীতে আর তার পীরিতের বোষ্টম ভাতারের গায়ে ফেলে দেব। মোহনরামের সঙ্গে চালাকি নয় বাবা! (সাবধানে কলসীর মুখ বাঁধিয়া কাঁধে লইয়া প্রস্থান)।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীধরের গৃহ—অতিথির শয়ন কক্ষে পিপাজী ও সীতা;
পিপাজীর নেত্রোন্মীলন করিয়া উত্থান।

পিপাজী। ওঁ অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

লোকেশ! চৈতন্য ময়াদিদেব!
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

সীতা। জয় রাধাকৃষ্ণ! জয় রাধাকৃষ্ণ! জয় রাধাকৃষ্ণ!

পিপাজী। সীতা কখন থেকে ব'সে আছ?

সীতা। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাই ভাবলাম ব'সে একটু নাম করেনি।

পিপাজী। বেশ, এখন একটী ভগবানের নাম কর শুনি; স্বভাবতঃ মধুর কৃষ্ণনাম তোমার মুখে আরও মধুর শোনায়।

সীতা। গান।

আঁধার ঘুচায়ে জগতের প্রাণে আনহে শ্রীহরি মধুর আলো,
উষার আভাসে বিমল বাতাসে কুসুম সুরভি ঢালোহে ঢালো!
মোহ ঘুমঘোরে ধরা অচেতন
অমিয় পরশে জাগাও এখন
চির নব রবি তব প্রেমছবি
নিখিল হৃদয়-আকাশে জ্বালো।
গহন কান্তার অগাধ পাথার
কোথাও যেন হে না রয় আঁধার
জড়ায়ে বিশ্বে মধুর হাস্যে
তোমার ওরূপ দেখাবে ভালো!

মোহনরাম। (হাঁড়ি লইয়া গবাক্ষের নিকট হইতে) ওঃ সীতেটা

গান ধরেছে—বেশ মিষ্টি গলা কিন্তু নয়? আড়ালে ছুঁড়ীর উপর যতই রাগ করি না কেন, ওকে দেখলে আর রাগ থাকে না। ও দরজার কাছে ব'সে আছে সহজেই পালাতে পারবে। এ হাঁড়িতে যে কাল যম আছে তা ঐ পাজি বুড়োর গায়েই ঝেড়ে দি। এক ছোবলেই সাবাড় হবে, চোখে দেখতে হবেনা। সকালে এসে ছুঁড়ীটাকে সরাবার বন্দোবস্ত ক'র্‌বো। তুমি বাবা কেবল নামের পিপে, আমি কাজের পিপে,—আমার সঙ্গে চালাকি ক'রে কত দিন বাঁচবে বাবা? যত অপমান, যত আমার আশায় ছাই দেওয়া, আমার মুখের গ্রাস কেড়ে লওয়া—আজ সকলের শেষ ক'র্‌বো! এই নে! (মোহনরামের জোরে পিপাজীর দিকে হাঁড়ি নিক্ষেপ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান—হাঁড়ি ফাটিয়া চারিদিকে মোহর পতন)।

পিপাজী। আশ্চর্য্য ব্যাপার, কি এ! এযে প্রায় দু হাজারের বেশী মোহর হবে!

সীতা। শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত জাগ্রত লীলা! কে বলে ঠাকুর প্রত্যক্ষ হন না?

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর—পিপাজীর স্থাপিত অতিথি-ভোজনের স্থান।

পিপাজী। এত দিন খুব আনন্দে কেটেছে, শত শত ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা ক'রে আমরা কৃতার্থ হয়েছি।

সীতা। তা আর কথা কি?

পিপাজী। শ্রীধর আর তাঁর ব্রাহ্মণীও খুব খেটেছেন

সীতা। আশ্চর্য্য ক্ষমতা ব্রাহ্মণীর—পাঁচ শত বৈষ্ণবের রান্না একা করলেও শরীরে একটু ক্লান্তি বোধ করেন না।

পিপাজী। আজ তাঁরা আসবেন কি ?

সীতা। আজ আর কি ক'র্‌তে আসবেন ? কাল সন্ধ্যার সময় পশ্চিম থেকে যে তীর্থযাত্রীর দল এসেছিল, তাঁদের সেবায় ভাণ্ডার শূন্য হ'য়েছে—আজ আর অতিথি সেবা হবে না, তাঁদের সাহায্যেরও প্রয়োজন হবে না।

পিপাজী। তবে আজ আমাদের একটু সকাল সকাল পাকশাকের ব্যবস্থা কর, আহারাদি ক'রে শ্রীধরের আশ্রমে গিয়ে হরিনাম শোনা যাবে।

সীতা। (অধোমুখে অবস্থান)।

পিপাজী। চুপ ক'রে রইলে যে ?

সীতা। পাক ক'রবো কি—ঘরে ত কিছু নেই।

পিপাজী। এই জন্য ভাবনা ? শ্রীকৃষ্ণ দেন খাবো, না দেন না খাবো—তার ভাবনা কি ?

[দশ বার জন অতিথির প্রবেশ।

অতিথিগণ। জয় লক্ষ্মীমায়িকা জয়, জয় সীতামায়িকা জয় ! বহুৎ ভুখা হ্যায় মা, কঁহা ভি ভোজন নাহি মিলা, তেরা নাম শুনকে ভোজনকে ওয়াস্তে আয়া !

পিপাজী। (সীতাকে জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ ! কি উপায় হবে ঘরে কিছু নেই—এতগুলি অতিথির সেবা হবে কি ক'রে ?

অতিথিগণ। বহুৎ ভুখা হ্যায় মায়ি—শ্রীকিষুণজীকে নামসে ভোজন দে মায়ি !

পিপাজী। (সীতাকে জনান্তিকে) হায় এও কপালে ছিল, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি বেলা তু'পুরে না খেয়ে ফিরে যাবে !

সীতা। (পিপাজীকে জনান্তিকে) তুমি অতিথিদের ব'স্‌তে বলনা, হাত ধোবার জল দাও না !

পিপাজী। (সীতাকে জনান্তিকে) তার পর ? খেতে দেব কি ?

সীতা। (পিপাজীকে জনান্তিকে) তার পর ভেবনা—আমি যে ক'রে পারি ভিক্ষা ক'রে আনছি, অতিথি কখনও বিমুখ হতে দেবনা। তুমি এঁদের অভ্যর্থনা কর।

(প্রস্থান)

পিপাজী। (অগ্রসর হইয়া) আও বাবা, আও আও ! সব বইঠ্‌ যাও, হাত মুখ ধোও। বহুৎ ভাগসে আপলোক সরকা অতিথি মিল গয়া। আও, আও !

অতিথিগণ। তুমারা অতিথিসেবাকা বহুৎ খুসনাম হ্যায়—ভগবান্‌ তুমারা মঙ্গল করে। তিন দিন কুছ নহি খায়া বাবা—খানেকো জল্‌দী বন্দোবস্ত করো !

পিপাজী। কিবুণজী সব বন্দোবস্ত কর দেঙ্গে, কুছ ফিকির ন করো ; হাত মুখ ধোও।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনের পথ—সীতা ও নাগরিকগণ।

সীতা। (গান) কই কৃষ্ণ কাঁহা কৃষ্ণ, কোথা মদনমোহন।
দয়া কর অধিনীরে দিও না মনোবেদন।
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে, অন্নতরে ফুকারে
কিবা হায় দিব তারে, ক্ষোভে যে দহে জীবন।
অন্ন বিনা নিরাশায় ফিরিয়ে যদি যায়
কৃষ্ণ তবে ত্যজিব কায় রুধিরে ধোয়াব শ্রীচরণ॥

১ম নাগরিক। আহা কোনও বড় ঘরের মেয়ে পাগল হ'য়ে গেছে। নাও বাছা একটা পয়সা নাও।

২য় নাগরিক। এ আবার এক নূতন ঢং বাবা—কালে কালে কতই দেখবো।

৩য় নাগরিক। দেখ্‌তে হবে তলিয়ে ব্যাপারখানা কি—কিসে কি হয় বলা যায় কি ?

৪র্থ নাগরিক। আমিও বাবা সঙ্গ ছাড়চি না—দরকার হ'লে প কামড়ে প'ড়ে থাক্‌বো।

(সম্মুখস্থ বাড়ী হইতে মোহনরামের প্রবেশ)

মোহনরাম। আঃ, তোমরা অসহায় স্ত্রীলোকটীকে দিক্ ক'রছো কেন ?

৪র্থ নাগরিক। আমরা দিক্ ক'রচি আর তুমি যে ঠিক্ করবে।

মোহনরাম। (জনান্তিকে) ওহে, তোমরা ত আছই পরে, আগে

আমাকে বাগিয়ে নিতে দাওনা। এই লোকগুলোকে নিয়ে স'রে পড় ত ভাই, আমি দেখি কতদূর কি হয়!

৪র্থ নাগরিক। বেশ, বেশ, কিন্তু শেষটা ধর্ম্ম রেখো! (অন্য ব্যক্তিগণকে উচ্চৈঃস্বরে) ওহে আজ মদনমোহনের মন্দিরে কান্ত শেঠ আশ্‌রফি বিলুচ্চে সেখানে যাবে না?

সকলে। (আগ্রহে) অ্যাঁ সত্যি নাকি—চলো, চলো!

(মোহনরাম ও সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

মোহনরাম। কিগো! তোমার অতিথিসেবার জন্য কত টাকা দরকার?

সীতা। বাবা! জন দশ বারো অতিথি—গোটা পাঁচেক টাকা যদি শ্রীকৃষ্ণ দেন, তা হলেই হয়।

মোহনরাম। (হাসিয়া) আমায় একেবারে বুড়ো ক'রে ফেল্লে যে বোষ্টমী—বাবা না ব'লে বল বাবার জামাই!

সীতা। (মোহনরামের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) তোমার জয় হোক, যা বল্‌বে তাই বল বাবা; আমার অতিথি সেবার যেন ব্যাঘাত না হয়, এই আমার দরকার।

মোহনরাম। তুমি যদি আমার কথা শোন তা হ'লে—

সীতা। যা বল্‌বে শ্রীকৃষ্ণের নামে তাই ক'র্‌বো—আমার অতিথি সেবার উপায় ক'রে দাও বাবা।

মোহনরাম। সন্ধ্যার পর এদিক্ দিয়ে একবার বেড়িয়ে যাবে? তোমার গান বড় মিষ্টি দু একটা গান শুনবো।

সীতা। কেন আস্‌বো না—আমার অতিথি সেবার অর্থ দাও, আমি সন্ধ্যার পর নিশ্চয় আসবো।

মোহনরাম। (সীতার হাতে মুদ্রা দিয়া) এই নাও, দেখো যা কথা দিয়েছ যেন ভুলো না।

সীতা। ভুল্‌বো না, নিশ্চয় আস্‌বো ; তোমার জয় হোক্‌, তোমার মঙ্গল হোক !

(প্রস্থান)

মোহনরাম। জয় ত হয়েইচে, মঙ্গল ত হয়েইচে ; এতকাল যার পেছনে পেছনে ঘুরেছি, সে কি না সেধে এসে গায়ে পড়লো ! আজ সন্ধ্যায় সীতা আমায় দেখা দেবে। ওরে পিপে, ওরে ও পিপে—এখন কি হয় বাবা !

নবম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন, পিপাজীর অতিথি সেবার স্থান—পিপাজী ও সীতা।

পিপাজী। সীতে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এমন সুন্দর অতিথি সেবা হ'য়ে গেল—তবু মুখখানা যে ভার ভার দেখছি ?

সীতা। (কাঁদিয়া) আমার বড় দুর্ভাগ্য !

পিপাজী। সেকি—তোমার মুখে যে কথা কখনও শুনিনি, তাও শুন্‌তে হ'ল !

সীতা। আমি কি উপায়ে অতিথিসেবার অর্থ সংগ্রহ করেছি তা শুন্‌লে আমি যে হতভাগিনী তা বুঝবে !

পিপাজী। তুমি যে উপায়ই অবলম্বন ক'রে থাক তা বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ ; তোমার আচরণ কখনও মন্দ হতে পারে ?

সীতা। সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখা ক'র্‌বো এই প্রতিজ্ঞা ক'রে এক দুষ্ট লম্পট বণিকের নিকট অর্থ সংগ্রহ ক'রেছি। (রোদন)

পিপাজী। ওঃ এতেই কাঁদচো ?

সীতা। কাঁদবো না! একদিকে সত্য আর একদিকে সতীত্ব! যদি না যাই সত্য হারাব আর যাই ত সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে। এ যে বিষম সঙ্কট!

পিপাজী। সাতে এত বড় কি কোনও সঙ্কট হ'তে পারে—যা শ্রীকৃষ্ণও দূর করতে পারবেন না? যিনি হেলায় এক অঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছিলেন তাঁর পক্ষে কি এ বিপদের ভার তুচ্ছ নয় ?

সীতা। কি ক'রে যে উদ্ধার হবে তা ত বুঝতে পারছি না।

পিপাজী। যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় ধ'রে টান দিয়েছিল, তখন কি দ্রৌপদী বুঝতে পেরেছিলেন যে কি ক'রে তাঁর উদ্ধার হবে।

সীতা। দ্রৌপদী আর আমি ? তিনি শক্তিশালিনী—আমি নিতান্ত বলহীনা

পিপাজী। যদি বলহীনা হও, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার আরও বেশী অধিকার। দ্রৌপদী নিজ শক্তিতে উদ্ধার পান নি।

সীতা। তবে ?

পিপাজী। যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজ শক্তির উপর নির্ভর ক'রে কাপড় নিজের হাতে এঁটে ধরেছিলেন, ততক্ষণ গায়ের কাপড় দুঃশাসনের টানে খুলে পড়ছিলো ; কিন্তু যখন নিতান্ত কাতর হ'য়ে কাপড় ছেড়ে দিয়ে দুহাত উপরে তুলে "গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়" ব'লে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন, তখন হ'তে তাঁকে আর লজ্জা পেতে হ'ল না।

সীতা। (যুক্ত করে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে) হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে মধুসূদন, আমি বিপদসাগরে প'ড়ে নিতান্ত কাতর হয়ে তোমায় ডাক্‌চি—তুমি আমায় এ বিপদে উদ্ধার কর ; যাতে আমার সত্য, সতীত্ব দুই রক্ষা হয় তা কর। (পিপাজীকে) নাথ, তুমি আমার পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, শ্রীকৃষ্ণের অবতার—আমায় উপদেশ দাও। বণিকের নিকট যাই কি না যাই ?

পিপাজী। তা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো ? যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অবশ্যই যেতে হবে।

সীতা। তারপর রক্ষা হবে কি ক'রে ?

পিপাজী। তা শ্রীকৃষ্ণই জানেন—আমি কি ক'রে বল্‌বো ? মানুষের কর্ত্তব্য যতক্ষণ ধর্ম্মপথ সোজা দেখ্‌তে পাবে ততক্ষণ সে পথে চল্‌বে; পরে কি হবে বা হতে পারে তা ভেবে ধর্ম্মপথ থেকে বিচলিত হবে না ; ধর্ম্মপথে চল্‌লে কি করে উদ্ধার হবে, ক্ষুদ্র মানুষের বুদ্ধিতে তা সব সময়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রবে না। মানুষের কাজ যদি মানুষ ক'রে—শ্রীকৃষ্ণের কাজ শ্রীকৃষ্ণ ক'রবেন।

সীতা। (পিপাজীর পদতলে পড়িয়া) বুঝেছি বুঝেছি আর সে বণিকের বাড়ী যেতে ভয় পাই না। আমার উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে আমার সম্মুখে।

পিপাজী। পাগ্‌লামো করিসনে পাগলি, ছাড়্। বেলা পড়লে আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আস্‌বো, বণিকের বাড়ী যাস্। শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে রেখে সাপের গহ্বরে প্রবেশ করিস্—বিষ, অমৃতে পরিণত হবে!

দশম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—মোহনরামের বাসভবন : মোহনরাম ও শীতল।

শীতল। (মদ ঢালিয়া) তো—তো—তোয়েব হয়ে নাও ; এখনি হয় ত এসে প'ড়বে।

মোহনরাম। দূর বোকা, তুই এর মধ্যে বুঁদ হয়ে গেছিস্ যে, আমি এখন খাব না ; সে আসুক, আমোদ প্রমোদ হোক, নিজের হাতে মুখে তুলে দিক্, তবে খাবো।

শীতল। তোমায় চিন্‌তে পেরেছে ?

মোহনরাম। বোধ হয় পেরেছে—কারণ আমার দিকে একবারও চায়নি, মনে হ'ল যেন লজ্জায় মুখখানি হেঁট করলে।

শীতল। আজ আসুক আমি লজ্জা ভাঙ্গিয়ে দেব।

(গান করিতে করিতে সীতার প্রবেশ)

সীতা। গান।

অদৃষ্ট চলেছে লয়ে বিষধর বিবরে
পাহি কৃষ্ণ ত্রাহি কৃষ্ণ গোবিন্দ সৌরি শ্রীহরে !
অমূল্য সারধন, অবলায় সমর্পণ, রক্ষাতরে,
না জানি এ বিধান কেমন !
দস্যু করে ফেলে তায় ভুলিলে হে কি ক'রে !
আঁখি মুদি আঁধার ঠেলি, আমি ত চ'লেছি চলি
বিপদভঞ্জন দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বলি
সে নাম যদি বিফল হয় হে মরমে যাব মরে !

মোহনরাম। বাহবা কি বাহবা—ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ! এসো এসো, ও ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া কাঁথাগুলো ছেড়ে এই শাড়িখানা আর গহনাগুলো পরো।

(বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

সীতা। বাবা, আমি ভিখারিণী বৈষ্ণবী, আমার কাপড় গহনায় কাজ কি! সন্ধ্যার পর আস্‌তে ব'লেছিলে এসেছি, কি কাজ করতে হবে বল।

মোহনরাম। কাজের কথা পরে হবে—এখন একটু এগিয়ে এসে ব'সো না। এই বেশ ভাল কবিরাজী সরবৎ রয়েছে—একটু খাও, গা গতরের ব্যথা সব যাবে।

সীতা। না আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, বেশ আছি।

মোহনরাম। (সীতাকে ধরিয়া বসাইবার জন্য উঠিবার চেষ্টা, কিন্তু অশক্ত) একি হ'ল আমি উঠতে পারছি না যে, শীতল তুই ধ'রে ওকে কাছে নিয়ে এসে বসা ত।

শীতল। (জড়িত স্বরে) বেশ ঘুম আসছে বাবা, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি; যে চোখা মাল এনেছি—যেন হাওয়ায় তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোল খাওয়াচ্চে।

(গাঢ় নিদ্রিত হইয়া শয়ন)

মোহনরাম। (উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, কিন্তু অশক্ত) একি কোনও মন্ত্রশক্তি নাকি! মায়াবিনি, কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে আমার শরীরের সমস্ত শক্তি অপহৃত করলে? এ আবার কি? তোমার শরীর থেকে কেবল যেন আগুন বেরুচ্চে—কি, আমায় পুড়িয়ে ফেল্‌বে নাকি?

সীতা। না বাবা! শ্রীকৃষ্ণ তোমার দেহের পাশবিক পাপশক্তি অপহৃত ক'রেছেন, দৈবীশক্তি সঞ্চার ক'র্‌বেন ব'লে; আগুনে তুমি দগ্ধ হবে না, তোমার পাপপ্রবৃত্তি সকল ভস্মীভূত হবে।

(প্রস্থান)

মোহনরাম। যেওনা যেওনা, ফেরো ফেরো; ফিরবে না—দেখা দেবেনা—মা—মা—দেখা দেবেনা?

সীতা। (ভুবনেশ্বরী-বেশে পুনঃ প্রবেশ করিয়া) কে রে মা ব'লে ডাকে? মা-ব'লে ডাক্‌লে কি আমি থাক্‌তে পারি?

মোহনরাম। মা—মা—মূঢ়, অজ্ঞান, পাপান্ধ, প্রবৃত্তির দাস, নরকের কৃমিকীট সন্তানের অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বে কি মা?

(সীতার চরণতলে পতন)

সীতা। বাবা! ওঠ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সুমতি দিয়েছেন, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে, নূতন জন্মে নূতন জীবন লাভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় দেহ-মন কৃতার্থ কর।

(প্রস্থান)

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীরে পিপাজীর আশ্রম—পিপাজী, সীতা, শ্রীধর ও তাঁহার গৃহিণী।

শ্রীধর। সে বণিক্‌টী আজ এখনও এলনা যে?

পিপাজী। সে আজ নিজের সমস্ত বিষয়ের দানপত্র তৈয়ারী ক'রে আন্‌বে, এই অতিথিশালার কাজের জন্য সমস্ত সমর্পণ ক'রবে।

শ্রীধরের গৃহিণী। ধন্য দিদি তোমার কীর্ত্তি, কি মানুষকে কি করেছ!

সীতা। সমস্তই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

পিপাজী। এই অতিথিশালার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে গেলেই একবার হরিদ্বার অঞ্চলটা ঘুরে আস্‌বার ইচ্ছা আছে।

শ্রীধর। অনুমতি হয়ত আমরাও সঙ্গে যাব।

পিপাজী। এখানকার লোকে আপনাকে যে রকম ভালবাসে ও ভক্তি করে—তাতে তারা আপনাকে যেতে দেবে ব'লে বোধ হয় না।

[স্বামী রামানন্দ, মহারাজ মনোরঞ্জন ও যমুনার প্রবেশ।

স্বামী রামানন্দ। কৃষ্ণভক্তের জয় হোক!

পিপাজী। একি গুরুদেব! হঠাৎ এমন দর্শন-সৌভাগ্য, স্বপ্নেরও অতীত যে! (দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম) (মনোরঞ্জন ও যমুনাকে) তোমরা এখানে কি মনে ক'রে? সব কুশল ত?

স্বামী রামানন্দ। সব কুশল, তবে তোমাদের কিছু দিনের জন্য আবার দেশে ফিরতে হবে, নিস্পৃহ হয়ে সাংসারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ ক'রতে হবে।

পিপাজী। গুরুদেব, সংসার-বিষাগ্নি হতে যখন দয়া ক'রে মুক্তি দিয়েছেন, তখন আবার তাতে নিক্ষেপ করবেন না।

স্বামী রামানন্দ। এখন তুমি বৈরাগ্যে দৃঢ়চিত্ত হয়েছ, এখন আর বিষয়ের সান্নিধ্য হলেই আসক্তি জন্মাবে না। রাজ্যের উপকারের জন্য এবং মনোরঞ্জনকে সিংহাসনে দৃঢ় স্থাপিত করবার জন্য তোমাকে কিছুদিন আবার কার্য্যভার গ্রহণ ক'রতে হবে।

পিপাজী। ওরূপ করা একান্ত আবশ্যক মনে করেন কি?

স্বামী রামানন্দ। হাঁ আবশ্যক; আর অনাসক্ত হয়ে বিষয়ভোগ করার অভ্যাস আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ।

[মোহনরাম ও জানকীর বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীবেশে প্রবেশ।

যমুনা। মহারাজকে এখন হতেই রাজকার্য্য কিছু কিছু ক'রতে হবে; (শ্রীধরকে দেখাইয়া) প্রথমতঃ এই ভণ্ড তপস্বীর দণ্ডবিধান আবশ্যক।

পিপাজী। মহাভারত, মহাভারত! কেন বৃথা সাধুর নিন্দা করছো—আমরা ওঁকে বিশেষ জানি; ওঁকে ভণ্ড ব'ল্লে মিথ্যা বলা হয়, মহাপাতক হয়।

যমুনা। ওঁর মুখে এত বড় একটা মিথ্যা লেগে আছে তাতে দোষ হয় না আর আমরা একটা দু'অক্ষর মিথ্যা ব'ললেই যত দোষ? (সবলে শ্রীধরের কৃত্রিম দাড়ি আকর্ষণ; দাড়ি পড়িয়া যাওয়ায় তাহার জ্বালাপ্রসাদ রূপে প্রকাশ)।

পিপাজী। কি জ্বালাপ্রসাদ! এতদিন চোখের উপর থেকে' আমাকে ঠকিয়েছ?

যমুনা আর এঁর এই বোষ্টমীটাকে সকলে ঠাউরে দেখুন দেখি—কেউ চেনেন কি? মুখে আবার কাল রঙ মাখা হয়েছে (শ্রীধরের ব্রাহ্মণীর মাথার কাপড় খুলিয়া মুখের রঙ্ পুঁছিয়া দেওয়ায় তাহার ললিতারূপে প্রকাশ)

মোহনরাম। অ্যাঁ ললিতা যে!

জানকী। (ললিতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া) বলি এতদিন কি ভুলে থাকতে হয়?

যমুনা। উনি জ্বালার চোটে সব ভুলে গেছেন; তা ছোট রাণীমা, ছুঁড়ীকে চিনতে পারনি?

স্বামী রামানন্দ। বাঃ দেখ কেমন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের সকলের অদ্ভুত মিলন হ'য়ে গেল! যাঁর কৃপায় সকলে আপনার জন ফিরে পেলে—এস সকলে মিলে তাঁর নাম গান করি।

সকলে। যে আজ্ঞা প্রভু, যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা।

গীত।

মুখমণ্ডল জিতি শরদ সুধাকর
তনু রুচি তরুণ তমাল
চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত
মালতী মধুকর মাল।
ধনি ধনি ধনি নব নাগর কান
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন মনোমোহন
মধুর মুরলী করু গান॥

(গোবিন্দ দাস)